বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি

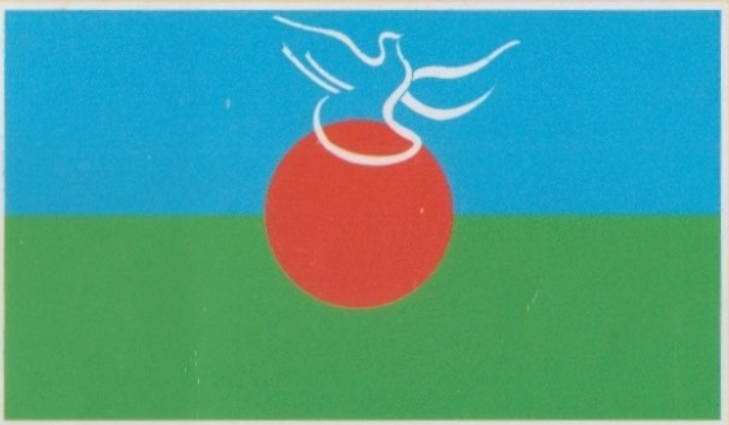

খসড়া

- ঘোষণাপত্র
- গঠনতন্ত্র

পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র
সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিবর্তনযোগ্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি
১৯ দফা ঘোষণাপত্র

ভূমিকা

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশবাসী আশা করেছিল স্বাধীনতা লাভের পর স্বল্পতম সময়ে দেশ উন্নত হবে, সুখ ও সমৃদ্ধিতে দেশ ভরে ওঠবে। বাস্তবে তা হয়নি।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের বিস্ময়কর উন্নতি আমরা দেখছি। এ প্রসঙ্গে জাপানের কথা উল্লেখ করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে কিছুই ছিল না। আমাদের যতটা প্রাকৃতিক সম্পদ আছে জাপানের তাও ছিল না। এত শূন্যতার মাঝেও জাপান মাত্র বিশ বছরে শিল্প ও অর্থনীতিতে এতটা উন্নয়ন ঘটিয়েছে যে শিল্পোন্নত ইউরোপ ও আমেরিকাকে পরাভূত করে উন্নয়নের শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুর –এ দেশগুলিও অনুরূপ ভাবে শিল্প ও অর্থনীতিতে বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডও রাইজড টাইগারে পরিণত হতে চলেছে। অথচ আমরা স্বাধীনতার পর তিন যুগ পার করেছি, কিন্তু তেমন কিছুই করতে পারিনি। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যে যৎসামান্য যা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তাও ব্যক্তি উদ্যোগেরই ফসল। এ যাবত দেশ পরিচালনায় যারা ছিলেন তাদের অবদান শূন্যের কোঠায়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বিস্ময়কর উন্নতি ও আমাদের স্থবিরতা পর্যালোচনা করে দেখেছি যে তাদের প্রশাসন হতে আরম্ভ করে সর্বস্তরের লোকের মধ্যে ছিল অগাধ দেশপ্রেম ও সততা। সাথে সাথে আরও ছিল কতগুলো সদ্‌গুণ ও সুস্থ ধারার রাজনীতি। এ গুণগুলো আমাদের দেশে ছিল অনুপস্থিত।

বিলম্বে হলেও এ দু'টো মূলনীতিকে পুঁজি করে আমরা 'বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছি এবং ১৯ দফা খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেছি। আমাদের সমস্যা যেহেতু অনেক তাই কর্মসূচীও থাকবে অনেক। তবে প্রথম পর্যায়ে এ ১৯টি বিষয় ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছি। নিষ্ঠার সাথেই এগুলো বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা পোষণ করছি। পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এ দফাগুলোতে সংশোধন ও সংযোজন হতে পারে। আশা করি পার্টির সম্মানিত সদস্যগণ নিজেদের সুচিন্তিত মতামত সংগঠনের যথাযথ ফোরামে জানিয়ে সংগঠনকে আরও শৃজনশীল ও সুসংহত করতে সহায়তা করবেন।

পত্র সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। বিলুপ্ত মানবিক মূল্যবোধের পুনপ্রতিষ্ঠা ও চরিত্র বিপ্লব	৩
২। আইন ও বিচার বিভাগের সংস্কার	৩
৩। প্রশাসনে সংস্কার সাধন	৪
৪। প্রতিরক্ষা বাহিনী স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ	৫
৫। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী জনগণের বন্ধু	৫
৬। সামাজিক সুবিচারের অর্থনীতি	৬
৭। গণমুখী ও প্রগতিশীল শিল্প ও বাণিজ্যনীতি	৭
৮। সৃজনশীল উৎপাদনমুখী শ্রমনীতি	৮
৯। গণমুখী কৃষিনীতি ও ভূমি সংস্কার	৯
১০। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন	১০
১১। জীবনমান উন্নয়নে গণস্বাস্থ্য কার্যক্রম ও চিকিৎসা ব্যবস্থা	১০
১২। নারী সমাজের অধিকার ও প্রগতি	১১
১৩। দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি	১২
১৪। গ্রাম ও গ্রামের যুব জনসম্পদের উন্নয়ন	১২
১৫। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা	১৩
১৬। নদী শাসন পরিকল্পনা	১৩
১৭। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার	১৪
১৮। সংখ্যালঘু নীতি	১৫
১৯। বিদেশ নীতি	১৬

১। বিলুপ্ত মানবিক মূল্যবোধের পুনপ্রতিষ্ঠা ও চরিত্র বিপ্লব

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির সকল প্রচেষ্টার মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের পুনপ্রতিষ্ঠা বা চরিত্র বিপ্লব। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে আমাদের জীবনে বিশেষতঃ শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। অমানবিকতা, অন্যায় ও দুর্নীতি আমাদের সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অতীতে বাংলাদেশের মানুষ ছিল চরিত্রবান, সৎ ও সহজ সরল। তাদের মধ্যে যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধ বিরাজমান ছিল। এখন আর তা নেই। চরিত্রহীন শাসকদের সংস্পর্শে এসে শাসিতরাও চরিত্রহীন হয়ে যায়। বৃটিশ শাসনের পর এ ষাট বছরে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে চরিত্রহীনতার প্রতিযোগিতা চলে। তাদের প্রভাবে অফিস আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষাঙ্গন হতে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত চরিত্রহীনতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অতীতের সরকারগুলো দেশবাসীকে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ প্রশাসন উপহার দিতে পারেনি। সততা ও উন্নত নীতি নৈতিকতার অভাবই এর মূল কারণ। বস্তুতঃ সততার লালন ও চরিত্রবান মানুষ তৈরীর কোন পরিকল্পনাই তাদের ছিল না। দীর্ঘ কয়েক যুগের ইতিহাসে অনেক সরকার বদল হয়েছে, দল ও নেতার পরিবর্তন হয়েছে, শ্লোগানেরও পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি; বরং তারা দুর্ভোগ, বঞ্চনা ও হতাশার শিকার হয়েছে বারবার।

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি চরিত্রহীনতার মহাপ্লাবন থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছে। পার্টি মানুষের সুকুমার বৃত্তি ও মানবীয় গুণাবলীকে উদ্দীপ্ত করার বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেবে এবং অভিনব কৌশল অবলম্বন করবে। পার্টি প্রাথমিক প্রকল্প হিসেবে (ক) সচ্চরিত্রের প্রতিফলন, (খ) নিষ্ঠা ও কর্মসাধনা, (গ) কৃচ্ছ্রতা ও পরিমিতি, (ঘ) সুনীতি ও বৈধ জীবিকার্জন, (ঙ) আইন পালন ও প্রতিষ্ঠা, (চ) বিশ্বস্ততা ও প্রতিশ্রুতি পালন, (ছ) অহিংসা ইত্যাদি গুণগুলোকে অগ্রাধিকার দেবে। এ গুণগুলো অর্জন করতে পারলে চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। একটা জাতির চরিত্রের উন্নতি হলে গোটা জাতিই সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হবে।

২। আইন ও বিচার বিভাগের সংস্কার

বাংলাদেশে এখনও বৃটিশ আমলের এমন অনেক আইন চালু রয়েছে যা এ দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। ঐ সমস্ত আইনগুলোকে আমরা সংস্কার করব।

জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন করব এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুন্নকারী ধারাগুলো বাতিল করব।

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা যেন যে কোন প্রভাবশালীর বিচারকার্যে বাধাগ্রস্ত না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

নির্বাচনী আইনকে সংস্কার করা হবে যাতে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে এবং দুর্নীতিবাজ ও সমাজবিরোধীরা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে।

এমন আইন রচনা করা হবে যাতে কেউ দেশ ও জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে কিংবা কারও ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতে না পারে।

সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

এমন আইন তৈরী করা হবে যাতে খুন, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, অশ্লীলতা, নারী ও শিশু নির্যাতন ও অপহরণ ইত্যাদি জাতীয় অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়।

মামলার নিস্পত্তি দ্রুত ও সহজ হওয়া, ন্যায়বিচার নিশ্চিত হওয়া এবং ব্যয় কমানোর জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংস্কার করা হবে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য মিথ্যা মামলাকারী ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৩। প্রশাসনে সংস্কার সাধন

জনগণের গণতন্ত্রকে বলিষ্ঠ ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব এমন ভাবে বণ্টন করা হবে যাতে জনসাধারণের অধিকাংশ সমস্যা স্থানীয় পর্যায়েই সমাধান করা যায়।

বিশ্বস্ত, সৎ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেব।

সরকারী অফিস আদালতে পূর্ণভাবে বাংলা ভাষা চালু করা হবে।

সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক লোকদের দ্বারা প্রশাসনকে পুণঃ বিন্যস্ত করা হবে। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং সকল প্রকার অনিয়ম দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারী কর্মচারীদেরকে জনগণের সেবক ও বন্ধু রূপে গড়ে তোলা হবে।

এমন আইন প্রণয়ন করা হবে যাতে রাষ্ট্রপ্রধান হতে আরম্ভ করে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি, সকল কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য হন।

ইউনিয়ন পরিষদ সহ সকল স্থানীয় সরকারকে আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নাগরিক সুবিধা ও সেবার মান উন্নত করা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ভাতা সম্মানজনক ভাবে বৃদ্ধি করা এবং গ্রামীণ ভূমিহীন, অসহায় নারী, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত তরুণ তরুণীকে স্থানীয় সরকারে- এলাকা উন্নয়নে, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট করার নীতিকে আমাদের পার্টি অগ্রাধিকার দেবে।

রাষ্ট্রপ্রধান হতে আরম্ভ করে সকল মন্ত্রীর দফতর ও বিভাগের বাহুল্য ব্যয়, অপচয় ও বিলাসিতা রোধ করা হবে।

উপনিবেশিক আমলের কারাগার সংক্রান্ত সকল নিয়ম ও বিধিকে সংস্কার করে কারাগারগুলোকে নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। কয়েদীরা যাতে কারাগারে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে এবং অসহায় পোষ্যদের জন্য বৈধভাবে কিছু রোজগার করতে পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। প্রতিরক্ষা বাহিনী স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক সমরাস্ত্র ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চৌকস করে গড়ে তোলা হবে।

সেনা বাহিনীর নৈতিক চরিত্র এমন ভাবে গঠন করা হবে যাতে জাতিসংঘে বা আন্তর্জাতিক মিশনে মাতৃভূমির ভাবমূর্তি সমুন্নত করতে পারে।

দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সক্ষম নাগরিককে ন্যূনতম প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

সমরাস্ত্র কারখানাগুলোকে আধুনিকায়ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করণে আমাদের পার্টি পর্যাপ্ত তহবিল যোগান ও সহযোগিতা দানকে অগ্রাধিকার দেবে।

৫। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী জনগণের বন্ধু

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের। আমাদের পার্টি এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেবে ঃ

আমরা দুষ্ট ও দুস্কৃতকারীদের দমনে এবং শিষ্টদের লালনে কার্যকর পদক্ষেপ নেব।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী তথা র‍্যাব, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। এ সংস্থাগুলোকে ঢেলে সাজিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীকে পরিণত করা হবে।

বৃটিশ আমলের পুলিশ কোডের সংস্কার করা হবে। এ সংস্থাগুলোর সদস্যদের বেতন, ভাতা, রেশন ও পেনশন সম্মানজনক ও উৎসাহব্যাঞ্জক ভাবে বৃদ্ধি করা হবে যাতে কারও অবৈধ পথে পা বাড়াতে না হয়। তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য জাতীয় ভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

এ বাহিনীগুলোর সদস্যদের উন্নত শিক্ষাগত ও নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা জনগণের সেবক ও বন্ধুতে পরিণত হয়। তাদের চাকুরীকে অত্যাবশ্যক ও সম্মানার্হ ঘোষণা করা হবে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের জীবনবীমার ব্যবস্থা করা হবে।

এ বাহিনীগুলোর জনবল বৃদ্ধি করে আধুনিক যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হবে। পক্ষান্তরে, তাদের অপরাধ ও দুর্নীতির জন্য কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আইন প্রণয়ন করা হবে।

৬। সামাজিক সুবিচারের অর্থনীতি

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির মতে জনগণের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল সূত্র হল সামাজিক সুবিচার ভিত্তিক সুষম অর্থনৈতিক বণ্টন। এমন সুসমন্বিত বণ্টনের অর্থনীতি যার মাধ্যমে কৃষক ফসল ফলিয়ে পাবে দু'বেলা খাবারের নিশ্চয়তা, শ্রমিক পাবে হালাল রুজীর সুযোগ, পুঁজি বিনিয়োগ করে মালিক পাবে বৈধ মুনাফার অধিকার এবং নিম্নবিত্ত পাবে স্বচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের অধিকার, যার মাধ্যমে সকল বাংলাদেশী মেটাতে পারবে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের ন্যূনতম মানবিক চাহিদা।

আমাদের পার্টি শোষণের হাতিয়ার সুদকে নিরুৎসাহিত করবে, মুনাফায় অংশীদারিত্বের কায় কারবার ও যাকাত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে। এমন গণমুখী, সুষমবণ্টন ও সুবিচারমূলক অর্থনীতির প্রবর্তন করবে যাতে সম্পদ গোষ্ঠী বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায়।

দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের পার্টি কতিপয় যুগান্তকারী ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যেমন– বেকার সমস্যার সমাধান ও বেকার ভাতা প্রদান, উৎপাদনের উপাদান ভূমি, শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, দেশীয় পণ্য ও জনসম্পদ রপ্তানীর বলিষ্ঠ উদ্যোগ, প্রবাসীদের প্রেরীত রেমিটেন্সে শিল্প স্থাপন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ, বিলাস দ্রব্য আমদনী ও অপব্যয় রোধ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ শিল্পে পৃষ্ঠপোষকতা দান ইত্যাদি।

কর ব্যবস্থার বিরাজমান দুর্নীতি ও কর ফাঁকির প্রবণতা রোধ করে, ব্যক্তিগত আয়করে সিলিং বৃদ্ধি করে এবং দক্ষ কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জাতীয় রাজস্ব আয়কে বৃদ্ধি করা হবে এবং অর্থনীতিকে এমন ভাবে উন্নত করা হবে যাতে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী সাহায্য ও ঋণের দ্বারস্থ হতে না হয়।

ফটকাবাজারী, মজুতদারী, কালোবাজারী, চোরাকারবারী রোধ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা যায়।

মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করে স্থির আয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, বোনাস ও ভাতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে তাঁদের জীবনযাত্রা ব্যহত না হয় এবং বাঁচার তাগিদে অবৈধ পথে পা বাড়াতে না হয়।

৭। গণমুখী ও প্রগতিশীল শিল্প ও বাণিজ্যনীতি

দেশের বলিষ্ঠ শিল্পনীতি বলিষ্ঠ অর্থনীতি থেকেই অনুসৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির অভিমত হচ্ছে মৌল অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রতিরক্ষামূলক শিল্পসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ব থাকবে এবং এর বাইরে সকল শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগকে উৎসাহ দেয়া হবে। দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে বিদেশী বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তাদেরকেও উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হবে। মাঝারি, ক্ষুদ্রশিল্প ও যাবতীয় উৎপাদন প্রচেষ্টায় আমাদের পার্টি সকল প্রকার উৎসাহ ও সহায়তা দেবে।

শিল্প ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা দূর করা, শিল্পের বহুমুখী সম্প্রসারণ, দেশের সকল অঞ্চলে সুষম শিল্পোন্নয়ন ও শিল্পপণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি করে সম্পদ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়াই হবে গণমুখী শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের পার্টি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেবে–

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিত ভাবে শিল্প কারখানা স্থাপন, সরকারী মালিকানাধীন শিল্প কারখানাগুলোকে পর্যায়ক্রমে বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তর, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলোর মালিকানা কার্যকরভাবে সর্বাধিক সংখ্যক সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবং নবাগত উদ্যোক্তাদের সুদমুক্ত পুঁজি যোগন দেয়া, বৃহৎ পুঁজিনির্ভর শিল্পের চাইতে শ্রমনির্ভর শিল্পের অগ্রাধিকার দেয়া, কৃষিনির্ভর শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেয়া, কুটির শিল্পজাত পণ্যের বাজারজাত করার পদক্ষেপ নেয়া, কর্মক্ষম জনশক্তিকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প কারখানার দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি।

আমাদের পার্টি দেশজ শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীতে আমদানী কর প্রত্যাহার করার এবং তাঁত, বস্ত্র, তৈরী পোশাক ও পাট শিল্পকে লাভজনক করার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। চিনি, চামড়া, লবন, চা, বস্ত্র, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ঔষধ শিল্পের আধুকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করে বিদেশে বিপুল পরিমাণে রপ্তানীর ব্যবস্থা করবে। সাগর সৈকত ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করে পর্যটন শিল্পে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেবে।

জনগণের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ করে, দেশীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানী উন্নয়নই হবে বাণিজ্যনীতির লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের পার্টি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেবে–

জাতীয় জীবনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উৎপাদন উপকরণ আমদানীর ওপর গুরুত্ব দেবে, বিশ্ববাজারে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করবে, আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য সহজ ও দুর্নীতিমুক্ত করবে, অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৮। সৃজনশীল উৎপাদনমুখী শ্রমনীতি

জাতীয় শ্রমনীতিতে শ্রমিক ও জাতীয় স্বার্থের সুষ্ঠু সমন্বয় ও সমতা বিধান প্রয়োজন। শ্রমিকরা যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা ও সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে ILO কনভেনশনের সুপারিশের আলোকে আমাদের পার্টি তার ব্যবস্থা করবে। শ্রম ক্ষেত্রে গঠনমূলক, উৎপাদনশীল মনোভাব ও কার্যক্রম বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেয়া হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শ্রমিক ও জাতীয় স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদানের নীতি চালু করা হবে। শ্রম আদালতের উন্নয়ন করা হবে যাতে শ্রমিক সহজে ও দ্রুত সুবিচার পায়। শ্রমিকদের মৌলিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে নিম্নতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও মজুরীনীতি প্রণয়ন করা হবে। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিল্প কারখানার পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখার বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পুরুষ ও নারী শ্রমিকের বেতন-ভাতা বৈষম্য দূর করা হবে।

৯। গণমুখী কৃষিনীতি ও ভূমি সংস্কার

কৃষি হচ্ছে দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী খাত। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার শতকরা ৯০ জনই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে কৃষিজীবী। বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি গণমুখী কৃষিনীতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের উর্বর ভূমি ও অফুরন্ত পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত দ্রব্য পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে আমাদের পার্টি নিম্নলিখিত কাজগুলো করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে ঃ

দেশব্যাপী কৃষি কার্যক্রমকে সুসংহত ও মজবুত করবে।

কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করে, প্রতিটি কৃষিজীবীকে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের মধ্যমে সবল ও দক্ষ কৃষক হিসেবে গড়ে তুলবে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাত মজবুত করে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন করে জাতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করা হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের পার্টি একটি যুগোপযোগী বাস্তবমুখী ভূমি সংস্কার ও ভূমি বণ্টনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

কৃষিকে লাভজনক পেশায় পরিণত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভর্তুকী দেয়া হবে। কৃষক যাতে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পায় সে লক্ষ্যে সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

সেচযোগ্য জমির আধুনিক সেচব্যবস্থা, সুদমুক্ত কৃষিঋণ সহজলভ্য করা, উৎপাদিত ফল ও তরিতরকারী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হবে।

সারাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগী ও মৎস চাষ এবং গবাদি পশু পালনের উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কৃষিবিজ্ঞানীদের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

জমি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর ও রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, জটিলতা ও ব্যয়বাহুল্যের অবসান করা হবে এবং আধুনিক কম্পিউটারাইজড প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

বস্তুতঃ আমাদের কৃষি, পশুপালন ও মৎসনীতি কার্যক্রম দেশকে শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই করবে না, বরং খাদ্যউদ্বৃত্ত দেশে পরিণত করবে। অচিরেই আমরা খাদ্যশস্য, কৃষিজাত পণ্য ও মাছ রপ্তানী করে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হব।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন

আমাদের বাংলাদেশে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত ত্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে জাতি বহুধা বিভক্ত হয়ে আছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষা পাচ্ছে না। ফলে কর্মজীবনে তাদের বেশী সংখ্যক দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে মাদরাসা শিক্ষিতরা পেশাগত ও জীবনমুখী শিক্ষায় দুর্বল ও অদক্ষ হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে। কওমী মাদরাসায় শিক্ষিতরা মসজিদ ও মাদরাসা ছাড়া পেশাগত ও জীবনমুখী কর্মকান্ডে অবদান রাখতে পারছে না। আমাদের পার্টি শিক্ষা ব্যবস্থার এ বিভক্তি দূর করে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ নেবে যাতে আধুনিক, পেশাগত ও জীবনমুখী শিক্ষার সাথে থাকবে নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষার সুব্যবস্থা। একই ব্যক্তি একদিকে দক্ষ চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও শিক্ষক হবে অপর দিকে নীতি ও চরিত্রবান সেবক হবেন। এ ছাড়াও আমাদের পার্টি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ব্যাপক ও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেবে।

বিজ্ঞানভিত্তিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটানো হবে যাতে শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা বেকারত্বের অভিশাপে না ভোগে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণ ও জীবনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের উদ্দেশ্য। এ জন্য ব্যবহারিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শিক্ষার ব্যয় হ্রাস ও শিক্ষাকে সকলের জন্য সহজলভ্য করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং সকল স্তরের শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও কারিগরী কলেজ স্থাপন করা হবে। সর্বস্তরে মহিলাদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ও ফ্রি পাঠ্যোপকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

এক দশকের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা ৮০%ভাগের উপরে উন্নীত করার জন্য আমাদের পার্টি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। জীবনমান উন্নয়নে গণস্বাস্থ্য কার্যক্রম ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির বিশ্লেষণ অনুযায়ী সর্বাত্মক উন্নয়নই হচ্ছে সার্থক গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের চাবিকাঠি। জাতীয় স্বাস্থ্য কার্যক্রম ও পুষ্টিবর্ধন কর্মসূচীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হবে। কারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা ও গণস্বাস্থ্য কার্যক্রম আমাদের দেশে তখনই সফল হবে যখন এগুলোকে জীবনমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে। গণস্বাস্থ্য

কার্যক্রমকে জাতীয় পর্যায়ে সফল করার জন্য আমাদের পার্টি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেবে–

স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার

মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা

বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা

উন্নত পয়ঃ নিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ গড়ে তোলা

নার্সিং, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে পাঠ্য তালিকা ও বয়স্ক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি

পোলিও, যক্ষা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ

খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল কঠোরভাবে প্রতিরোধ

প্রতি ইউনিয়নে চিকিৎসা কেন্দ্র, ক্লিনিক ও দাতব্য চিকিৎসালয় চালু

পল্লীর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সংক্ষিপ্ত মেডিক্যাল কোর্সের মাধ্যমে পর্যাপ্ত চিকিৎসক তৈরী

ন্যায্য মূল্যে ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসা সেবা সুলভ করা

জনস্বাস্থ্যে নিয়োজিত ডাক্তার ও নার্সদেরকে জনসেবক হিসেবে গড়ে তোলা

আয়ূর্বেদী, ইউনানী ও হোমিও চিকিৎসার প্রস্যার ও উৎসাহ দান

১২। নারী সমাজের অধিকার ও প্রগতি

দেশের অর্ধেক নাগরিক নারী। প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে এ দেশের নারী সমাজ পিছিয়ে রয়েছে। এই বিপুল জনগোষ্ঠী ব্যাপকতর জাতি গঠনে ও জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন কর্মকান্ডে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ইদানীং এ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মহিলা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নারী সমাজকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করার প্রয়াস চলছে। আমাদের পার্টি এ প্রয়াসকে আরও বলিষ্ঠ ও ব্যাপক করার জন্য সর্বাত্মক ও বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করবে। যেমন–

নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদান,

নারীর প্রতিভা, যোগ্যতা ও পরিবেশ অনুযায়ী কর্মসংস্থান,

যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন কার্যকর ভাবে বন্ধ করণ,

নারীদের মিরাসী অধিকার সংরক্ষণ,

নারীদের জন্য পৃথক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ধাত্রীবিদ্যা কলেজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ সকল শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন।

সকল প্রকার যানবাহনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ, ভ্রমণকালে মহিলাদের জানমাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান,

অসহায়, বিধবা সহ দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

এ সব ব্যাপক কর্মকান্ডের ফলে নারীরা শিক্ষা দীক্ষায় বলীয়ান হবে, জীবনযাত্রায় স্বাবলম্বী হবে এবং প্রত্যেক নারী অবস্থা অনুযায়ী নিজস্ব সীমার মধ্যে জাতি গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হতে পারবে।

১৩। দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী নানা ঐতিহাসিক কারণে বা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। ফলে এ সব অঞ্চল ও এর জনগোষ্ঠী তুলনামূলক ভাবে অনুন্নত রয়ে গেছে। বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি এ সব এলাকা ও জনগোষ্ঠীর মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে। দুর্গম অঞ্চলের যে সব উপজাতি ঔপনিবেশিক কুশাসন ও শোষণের কারণে শিক্ষা, অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে আছে তাদের দ্রুত সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের পার্টি নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়িত করবে। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পীড়িত এলাকার প্রতি থানায় সুবিধাজনক স্থানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা হবে। ঐ সমস্ত এলাকায় সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হবে। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা, দশসালা পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক ও গণ প্রচেষ্টা চালানো হবে।

১৪। গ্রাম ও গ্রামের যুব জন-সম্পদের উন্নয়ন

বাংলাদেশের পনের কোটি নাগরিকের মধ্যে প্রায় তিন কোটি তরুণ তরুণী। এদের শতকরা ৯০ ভাগই গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এদের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরে থেকেছে এবং সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এ বিপুল সংখ্যক সদস্য কর্মক্ষম হয়েও নিরক্ষরতা, দক্ষতাহীনতা ও সুযোগহীনতার ফলে বেকার ও আধা বেকার জীবন যাপন করছে। তাদেরকে বৃত্তিমূলক, উৎপাদনমূলক এবং কুটির শিল্প প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করে উপার্জনক্ষম স্বাবলম্বী নাগরিকে পরিণত করাই হচ্ছে আমাদের পার্টির নীতি। আমরা গ্রামীণ জনগণের জীবনে বৈপ্লবিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যে আমাদের পার্টি–

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ ও জীবনোপযোগী শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে;

গ্রামীণ কুটির শিল্প, ব্যাপক কৃষি ও মৎস চাষ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে;

পল্লী গ্রামে পর্যায়ক্রমে উন্নতমানের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে;

গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পুষ্টিবর্ধন করবে;

বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটাবে;

ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি প্রশাসনকে ইনসাফ ভিত্তিক ও আধুনিক রূপ দেবে;

গ্রাম এলাকার দ্রুত উন্নয়নকে সার্বিক ভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করে আমাদের পার্টি গ্রাম অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন সাধন করে দেশের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে।

১৫। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা

সুষ্ঠু যোগাযোগ ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র দ্রুত উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না। জাতীয় ও গ্রমীণ অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের পার্টি সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করবে। এ লক্ষ্যে গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত সকল অঞ্চলকে যোগাযোগ ও পরিবহন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। বিমানকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দরের সাথে বিমান যোগাযোগ চালু করা হবে। রেল যোগাযোগকে জনগণের সর্বোচ্চ সেবাদানের খাত হিসেবে রেলপথের সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও নিরাপদ করা হবে। কম খরচে চলাচলের জন্য এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাথে সমুদ্র পথে সর্বাধুনিক জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। বিশেষ করে কম খরচে হজ্জ সমাপনের জন্য জেদ্দা বন্দরের সাথে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। রাজধানী ঢাকা সহ অন্যান্য মহানগরগুলোর যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বিকল্প সড়ক, ফ্লাই ওভার, পাতাল রেল ইত্যাদি নির্মাণ ও বিশ্বমানসম্মত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ডাক ও তার যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করে অপটিক ফাইবারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মহাসড়কে যোগ দিয়ে সারা বিশ্বের দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ সহজ ও সুলভ করা হবে।

১৬। নদী শাসন পরিকল্পনা

আমরা নদী শাসনের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব। নদী শাসন হচ্ছে পরিকল্পিত ভাবে নদী সৃষ্টি করে নদী ভাঙ্গন রোধ করা।

বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার গ্রাম নদী ভাঙ্গনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন ও বাস্তুভিটা হীন হয়ে পড়ে। শত সহস্র বছরের ঐতিহ্য, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, শহর-বন্দর, রাস্তাঘাট নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। বাংলাদেশে কমপক্ষে তিন কোটি লোক নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন।

অপর দিকে তীর ভেঙ্গে এই মাটিতেই নদী ভরাট হয়ে মাঝখানে অপ্রয়োজনীয় চরের সৃষ্টি করে। ফলে একদিকে নৌ চলাচল বিঘ্নিত হয়, নদী পানি ও মাছশূন্য হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ কর্মহীন মৎসজীবী পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে, অপরদিকে নদী অগভীর হওয়াতে বর্ষা মওসুমে পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। উজানের ঢলে কিংবা অতিবৃষ্টিতে নদীর পানি দু'কুল ছেপে বন্যার সৃষ্টি করে। সেই বন্যায় কোটি কোটি টাকার ফসল ও সম্পদ বিনষ্ট হয় এবং জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। নিত্য বন্যা ও প্লাবন বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটা বড় সংকট ও অন্তরায়। আমরা জাতীয় জীবনের এ দুঃসহ সংকটের স্থায়ী সমাধান করতে বদ্ধপরিকর।

নদী শাসনে চীন, জাপান ও তাইওয়ান সফল হয়েছে। আমরা তাদের প্রযুক্তি এবং দেশের পরিবেশ, পানি সম্পদ ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের সহায়তায় গোটা দেশের নদীগুলোকে জরিপ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী যতটা প্রশস্ত নদী থাকা দরকার ততটা রেখে দু'কুল কংক্রীট দিয়ে বেঁধে, দু'কুলে উঁচু পাকা বাধ নির্মান করে, আধুনিক ড্রেজিং পদ্ধতিতে নদী খনন করে পানি ধারণের ক্ষমতা বাড়াতে পারি। ফলে নদীর দু'কুল বাঁচবে, নাব্যতা হারাবে না, মৎসজীবীদের সারা বছরের জীবিকা সুনিশ্চিত হবে, প্রতি বছর বন্যায় দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হবে না।

উজানে জলাধার করে বর্ষায় পানি মজুদ করা যাবে এবং শুকনা মওসুমে সে পানি দিয়ে নদীর নাব্যতা রক্ষা করা ও সেচ সুবিধা লাভ করা যাবে। পরিকল্পিত নদীর দুই কুলের খালগুলোতে নৌচলাচল ও সেবসুবিধার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করব।

প্রকল্পগুলো ব্যয়বহুল জেনেও দেশের অর্থনীতির স্বার্থে এ দূরদর্শী মহাপরিকল্পনাকে আমাদের পার্টি পর্যায়ক্রমে হলেও বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

১৭। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি হতে পারে। অথচ এ সম্পদ এখনও বহুলাংশে অনাবিষ্কৃত রয়েছে। যা

আবিষ্কৃত হয়েছে তাও ব্যবহৃত হয়েছে স্বল্প পরিমাণে। গ্যাস, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, গ্লাসবালি, কয়লা, চীনামাটি, পেট্রোলিয়াম, সৌরতাপ, পানি, বনজ ও পশুজাত সম্পদ যথাযথ ভাবে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি সংকল্পবদ্ধ। পার্টি এ সব প্রাকৃতিক সম্পদের আধুনিক বাস্তবমুখী উন্নয়ন ও ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে মৎস সম্পদ। বনাঞ্চলে রয়েছে বন সম্পদ, উপকূল অঞ্চলে লবন। এগুলোকে আমাদের পার্টি আধুনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উপকরণ হিসেবে সদ্ব্যবহার করবে। সমুদ্রে জেগে ওঠা দ্বীপগুলোকে আবাদযোগ্য ও বসবাস উপযোগী করে খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান করবে।

১৮। সংখ্যালঘু নীতি

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি সংখ্যালঘু নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে এক উদার ও ব্যতিক্রমী মনোভাব পোষণ করে। পার্টির মতে এ দেশে জন্মগ্রহণকারী সকলেই প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। সর্বত্র সকলের সমান অধিকার। সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ের স্বার্থে জাতীয় সংসদেও তাদের আসন সংরক্ষিত হওয়া উচিত। বর্তমান ব্যবস্থায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সাথে সম্মিলিত ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন না। তারা যত ভাল লোকই হোন না কেন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার কারণে মুসলিম ভোটাররা তাদের ভোট না দিয়ে চরিত্রহীন দুর্নীতিবাজ হলেও মুসলিম প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। এর ফলে জাতীয় সংসদে যেখানে সংখ্যালঘুদের শতকরা ১২ ভাগ প্রতিনিধিত্ব করার কথা সেখানে শতকরা এক ভাগও করতে পারে না। তাই যোগ্যতা ও আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা দেশের জন্য অবদান রাখার সুযোগ পান না। আমাদের পার্টি পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের জন্য ৩৬টি আসন সংরক্ষণ করবে যাতে সৎ, দেশপ্রেমিক ও যোগ্য সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে সমভাবে নিজেদের মেধা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতাকে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়ায় অবদান রাখতে পারেন।

এ ছাড়াও সংখ্যালঘুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করতে আমাদের পার্টি নানাবিধ পদক্ষেপ নেবে। যেমন–

সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও উপজাতি নাগরিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মত সমভাবে মৌলিক অধিকার ভোগ করবে।

তাদের জান, মাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ অন্যান্য আইনানুগ অধিকারের গ্যারান্টি তারা পাবে।

তফসিলী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে।

অমুসলিম সহ সকল উপজাতি অধিবাসীদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার প্রতি মর্যাদা দান এবং শিক্ষা, চাকুরী সহ যাবতীয় নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

১৯। বিদেশ নীতি

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, জাতীয় সমৃদ্ধি ও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে সকল জাতির স্বাধীন, সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক প্রীতি, সখ্যতা ও শান্তি গড়ে ওঠুক এবং সুরক্ষিত হোক এটাই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের বিদেশ নীতির প্রধান লক্ষ্য হবে।

এ দেশের মানুষ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আন্তঃ দেশীয় ষড়যন্ত্র ও সংঘর্ষের বিরোধী। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে আমাদের পার্টি এমন এক বিদেশ নীতি অনুসরণ করবে যার আওতায় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ভিত্তিক সাম্য রচিত হবে। আমাদের দল অন্য দেশ ও জাতির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কঠোর ভাবে মেনে চলবে। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হচ্ছে–

জাতিসংঘের সনদ ও তার মূলনীতির প্রতি সমর্থন; আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি গভীরতর ও স্থায়ী করার প্রচেষ্টা; তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে গভীর ও স্থায়ী বন্ধুত্ব; প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা; জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে মৈত্রীর বন্ধন; আরব ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ সমর্থন; বিশ্বের যে সব দেশে অত্যাচারী ঔপনিবেশিক, স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শাসন ও শোষণ চলছে সে সব দেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি অব্যহত সমর্থন দান; সকল সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী প্রভাব বলয় থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত রেখে স্বাধীন বিদেশ নীতি অনুসরণ; বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দুতাবাসগুলোতে দেশের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগদান; সম মর্যাদার ভিত্তিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের স্বার্থে জাতিসংঘ ও এর সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংগ সংগঠন এবং ও আই সি, সার্ক সহ সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি

ধারা ঃ ১। নাম

এ সংগঠনের নাম হবে 'বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি'।[১] ইংরেজীতে এ দলকে 'Bangladesh Guardian Party' (BGP) এবং সংক্ষেপে 'গার্ডিয়ান পার্টি' বলা হবে।

ধারা ঃ ২। সদর দফতর

এ পার্টির কেন্দ্রীয় সদর দফতর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হবে।

ধারা ঃ ৩। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য[২]

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির মূলনীতি দেশপ্রেম ও সততায় উজ্জীবিত হয়ে দলীয় ১৯ দফা ঘোষণাপত্রকে বাস্তবায়ন করা। সকল দিক ও বিভাগে উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। গোটা জাতির চরিত্রে বিপ্লব সাধন ও আদর্শ রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

---

১. নামকরণ

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ এখন চরম বিপদে পতিত। অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শুরু করে সর্বত্র দুর্নীতিতে ডুবে আছে। কোন কোন অফিসে অফিসার, কর্মচারী ও গ্রাহক এক টেবিলে বসে কত টাকা ঘুষ দেয়া নেয়া হবে তার ফায়সালা করে। এমন একটি দিক ও বিভাগ নেই যা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নয়। যারা দুর্নীতি করেনা তারাই এখন কোনঠাসা হয়ে রয়েছে। দুর্নীতিবাজরা বিশ্বসভায় মাতৃভূমির মুখে কালিমা লেপন করে দেশটিকে পর পর ৫ বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে। চোরাচালানি, কালোবাজারি, মজুতদারী চলছে দেদারসে। হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, চাঁদাবাজি, জোর জুলুম, দখলদারী সর্বত্র। ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ চলছে যত্রতত্র। ধর্ষণ ও হত্যায় আইনের রক্ষকরাও পিছিয়ে নেই। সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠেও ছাত্রনামধারীরা ধর্ষণের সেঞ্চুরী পালন করে। অদৃশ্য সুতার টানে ধর্মের নামে বোমাবাজির নতুন সংযোজন হয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউই আইনের ধার ধারছে না। এ অরাজকতা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে প্রহরী হয়ে। পবিত্র মাতৃভূমিকে আগলে রাখতে হবে অভিভাবক হয়ে। তাই আমাদের সংগঠনের নাম হওয়া উচিত অভিভাবক দল বা গার্ডিয়ান পার্টি। ইংরেজি নাম হলে দেশে ও বিদেশে সর্বত্র বোধগম্য হবে। তাই নতুন এ সংগঠনটির নাম হবে 'বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি' (Bangladesh Guardian party)।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আমাদের এ বাংলাদেশটি আয়তনে ছোট কিন্তু জনসংখ্যায় বিশাল। এ দেশে শতকরা প্রায় ৮৮% জন মুসলমান, ১২% জন হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, উপজাতি ও অন্যান্য। শতকরা ৯৯% জনের ভাষাই বাংলা। দেশটিতে কোন ভাষাগত, গোষ্ঠীগত কিংবা সম্প্রদায়গত পারস্পরিক সংঘাত নেই। একমাত্র রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছাড়া কোন পারস্পরিক বিভেদ নেই। এ দেশটিকে স্বল্প সময়ে গড়ে তোলা খুবই সহজ। দরকার শুধু একদল দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ লোক।

ধারা ঃ ৪। পতাকা

এ সংগঠনের পতাকা আকার ও আয়তন হবে জাতীয় পতাকার মত আয়তক্ষেত্র। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রস্থ সমান্তরাল ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হবে। নীচের অংশ গাড় সবুজ এবং উপরের অংশ আকাশী নীল। দুই রংয়ের সংগমস্থলে লাল বৃত্ত। নীল ও লাল বৃত্ত ছোঁয়া উড্ডীয়মান পায়রা। সবুজ হচ্ছে তারুণ্যদীপ্ত শ্যামল সবুজ বাংলাদেশের প্রতীক, নীল হচ্ছে বিশালতা ও উদারতার প্রতীক নীল আকাশ। লাল বৃত্ত হচ্ছে উদীয়মান সূর্য ও প্রগতির প্রতীক এবং উড্ডীয়মান পায়রা হচ্ছে সর্বব্যাপী শান্তির প্রতীক।

ধারা ঃ ৫। কতিপয় শব্দের তাৎপর্য

(ক) 'ওয়ার্ড', 'ইউনিয়ন', 'থানা', 'শহর', 'পৌরসভা', 'মহানগর' গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা বাংলাদেশ সরকার বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেয়া অর্থই বোঝাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে কিছুই ছিলনা। আমাদের যতটা প্রাকৃতিক সম্পদ আছে জাপানে তা-ও ছিলনা। কিন্তু জাপানীদের দেশপ্রেম, মনোবল, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম তাদেরকে মাত্র ২০ বছরে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত করে। আমেরিকা ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলো জাপানের কাছে পরাভূত হয়ে যায়। মাত্র দুই যুগের কঠোর সাধনায় জাপান হয়ে ওঠে বিশ্বের ১ম শ্রেনীর অর্থনৈতিক পরাশক্তি। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড মাত্র দুই যুগে অকল্পনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। অথচ প্রায় ৩ যুগ হল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সম্পূর্ণ অনুকুল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা তেমন কিছু করতে পারিনি। এর কারণ হল রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশপ্রেমিক লোকদের ভূমিকা কম ছিল। দেশপ্রেমিক লোকেরা দেশটিকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। যারা মাথা ঘামিয়েছে তারা ছিল সংখ্যায় নগণ্য। স্বার্থবাজ, বিদেশী প্রভূভক্ত, ধুর্ত লোকদের দাপটে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। দেশপ্রেমিক লোকেরা সংঘবদ্ধ হতে পারেনি, স্বার্থবাজদের কবল থেকে উদ্ধার করে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে পারেনি। তাই বিলম্বে হলেও সে কাজটি করতে হবে এখনই। দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকদের সংঘবদ্ধ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাঁদের চরিত্র দেখে অপর লোকেরাও উদ্বুদ্ধ হবে। গোটা দেশের মানুষ তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হবে। দেশপ্রেমের বাতাবহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। দু-চার জন স্বার্থান্বেষী ভিনদেশের লেজুরধারীর হালে পানি পাবেনা; তারা নিষ্ক্রীয় হয়ে যাবে। দেশের অভ্যন্তরে বসে আর দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ থাকবে না। দেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এটা একটা শর্ত।

গার্ডিয়ান পার্টি দেশপ্রেমিক লোকদেরকে সংগঠিত করবে। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী, কঠোর পরিশ্রমী, সৎ ও উদ্যমী করে গড়ে তোলতে পারলে মাত্র বিশ বছরে দেশটিকে আমেরিকা ও জাপানের মত শিল্পোন্নত ও অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হবে। এক দশকের প্রচেষ্টায় সুইজারল্যান্ড, সৌদী আরব ইত্যাদি দেশের মত নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটিয়ে মাত্র পাঁচ বছরে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে।

(খ) 'গঠনতন্ত্র' শব্দটি দ্বারা অন্য কিছু বুঝাবার কারণ না হলে পার্টির গঠনতন্ত্রকেই বুঝাবে।

(গ) 'জেলা' বলতে গঠনতন্ত্রে অন্যভাবে বোঝানো না হলে প্রশাসনিক জেলাকেই বোঝাবে।

(ঘ) 'প্রেসিডেন্ট' বলতে পার্টির প্রেসিডেন্টকে বোঝাবে।

(ঙ) 'পার্টি' বলতে 'বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি'কে বোঝাবে।

(চ) 'সদস্য' শব্দটি কমিটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হলে পার্টির প্রাথমিক সদস্যকে বোঝাবে।

(ছ) 'জেনেসারী' বলতে পার্টির প্রতি একান্ত অনুগত একদল স্বেচ্ছাসেবককে বোঝাবে।

(জ) 'ক্রেডিট' বলতে কোন সদস্যের উত্তম কর্মকান্ডের জন্য উর্ধতন দায়িত্বশীল প্রদত্ত মান বা গ্রেডকে বোঝাবে যা পার্টিতে তার মর্যাদার স্তর নির্দেশ করবে।

ধারা ঃ ৬। সদস্য

(ক) সদস্য পদের যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

(১) যারা দেশকে ভালবাসে, দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে চায়, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁরা শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, পুরুষ হোক কিংবা নারী, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে এ সংগঠনে যোগদান করতে পারবে। পূর্বে কোন সংগঠন করে থাকলে এবং এখন এ সংগঠন ভাল লাগলে সে পূর্বের সংগঠন থেকে ইস্তফা দিয়ে এ সংগঠনে যোগদান করতে পারবে।

(২) সংগঠনের মেনিফেষ্টো, মূলনীতি ও গঠনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে ১৮ বছর বয়স বা তদুর্ধ বয়সের বাংলাদেশী নাগরিক এ পার্টির প্রাথমিক (সাধারণ) সদস্য হতে পারবেন। তবে যুব সমাজের অংশগ্রহণকে সংগঠন অগ্রাধিকার দেবে।

(৩) প্রাথমিক সদস্যপদের আবেদন এই গঠনতন্ত্রের তফসীল ১ এর 'ক' ফরমে করতে হবে। তবে যারা পার্টি প্রদত্ত কোন দায়িত্ব পালন করতে সম্মত তারা তফসীল ১ এর 'খ' ফরমে আবেদন করবেন। আবেদন ফরম পার্টির অফিসগুলোতে পাওয়া যাবে। যদি কখনও ফরম পাওয়া না যায় তবে অনুরূপ ফরম মুদ্রণ করে তাতে সদস্যপদের জন্য আবেদন করা যাবে।

(৪) আবেদনপত্র গৃহীত হলে সদস্য পদের প্রমাণপত্র (তফসীল- ১) 'ক' ফরমের দ্বিতীয়াংশ কেটে দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর ও তারিখ সহ প্রত্যেক সদস্যকে দিতে হবে। 'খ' ফরম পূরণ করা হলে দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর ও তারিখ সহ পুরো ফরমটির ফটোকপি সদস্যকে দিতে হবে।

(৫) এ পার্টির সদস্য হলে নিম্নলিখিত ৩টি কাজ প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই করতে হবে ঃ

ক. কমপক্ষে ২ জন লোককে পার্টির সদস্যভুক্ত করা; (বেশী করলে তিনি ক্রেডিট প্রাপ্ত হবেন)

খ. পার্টির জন্য নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত আর্থিক সহায়তা দান;

গ. সংগঠনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা।

(৬) সংগঠনের প্রত্যেক থানা অফিস নিজ নিজ এলাকার সকল প্রাথমিক সদস্যের তালিকা সংরক্ষণ করবে। অধঃস্তন শাখাগুলোর সহায়তায় এ কাজ করবে এবং জেলা অফিসে তালিকা পাঠাবে। পার্টির কেন্দ্রীয় সদর দফতরে এ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক সদস্যদের সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) সদস্য পদের অযোগ্যতা

(১) বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন কোন ব্যক্তি এ পার্টির সদস্য হতে পারবেন না।

(২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতায় বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তি, কোন গোপন সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি সদস্য পদ লাভের অযোগ্য বলে গণ্য হবেন।

(৩) কোন দুর্নীতিবাজ, সমাজবিরোধী, কুখ্যাত সন্ত্রাসী এ সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না।

(গ) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ/ বা শাস্তি প্রত্যাহার

পার্টির সুপ্রীম কাউন্সিল পার্টির জেলা পর্যায় থেকে উপর দিকে কোন সদস্যের অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, কিংবা আদর্শ ও নীতিমালা বিরোধী কোন কর্মকান্ডের কারণে তার সদস্য পদ বাতিল, সাময়িকভাবে স্থগিত, কিংবা তার বিরুদ্ধে অন্য যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। অথবা, সঙ্গত কারণে পূর্বে নেওয়া যে কোন শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার করতে পারবেন।

কোন কারণে সুপ্রীম কাউন্সিলের সভা আহবান করা সম্ভব না হলে গ্রান্ড লিডার জরুরী প্রয়োজনে নিজ বিচারে শাস্তিযোগ্য মনে করলে যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক গ্রহণ করতে পারবেন। কিংবা, পূর্বের নেয়া কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে পারবেন। তবে গৃহীত বিষয়টি যথাশীঘ্র সম্ভব সুপ্রীম কাউন্সিলে উত্থাপন করে আনুমোদন নিতে হবে।

গ্রান্ডলিডার বা সুপ্রীম কাউন্সিল কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে অভিযুক্তকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে একটি নোটিশ অভিযুক্তকে ডাক মারফত কিংবা বাহক মারফত প্রদান করতে হবে। অভিযুক্ত সদস্যের বক্তব্যও নথিভুক্ত করতে হবে।

থানা পর্যায়ের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বা শাস্তি প্রত্যাহারমূলক ব্যবস্থা জেলা সভাপতিই করতে পারবেন। জেলা সভাপতি অভিযোগ ও শাস্তি বা শাস্তি প্রত্যাহার ব্যাপারে নথি সংরক্ষণ করবেন। অভিযুক্ত সদস্য সন্তুষ্ট না হলে প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সুপ্রীম কাউন্সিলে আপিল করতে পারবেন।

অনুরূপভাবে ইউনিয়ন, গ্রাম বা ওয়ার্ড পর্যায়ের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বা শাস্তি প্রত্যাহার মূলক ব্যবস্থা থানা সভাপতি গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঘ) সদস্যের পদত্যাগ

(১) যে কোন সদস্য পদত্যাগ করত চাইলে তাঁর প্রত্যক্ষ উর্ধতন সভাপতির কাছে লিখিত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

(২) পার্টি কর্তৃক মনোনীত কোন সংসদ সদস্য যদি জাতীয় সংসদে পার্টির সংসদীয় কমিটির নেতার সম্মতি ছাড়া নিজের নির্দিষ্ট আসন পরিবর্তন করেন, অন্য দলের সাথে জোট বাঁধেন, ফ্লোর ক্রস করেন কিংবা সংসদীয় কমিটির অবস্থানের পরিপন্থী কোন কাজ করেন তাহলে উপরোক্ত যে কোন কর্মকান্ডের কারণে সেই সংসদ সদস্য এই পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

(৩) সংগঠনের কোন দায়িত্বশীল জাতীয় সংসদের সদস্য, মন্ত্রী-পরিষদের সদর্স্য কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হলে তাঁর শপথ গ্রহণের সাথে সাথে সংগঠনে তাঁর পদ শূন্য হবে এবং তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

ধারা ঃ ৭। সাংগঠনিক কাঠামো ও বিধি

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল অর্থাৎ গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত এর কার্যক্রম বিস্তৃত হবে। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

১। সুপ্রীম কাউন্সিল
১। (ক) সংসদীয় কাউন্সিল
১। (খ) সংসদীয় কমিটি
২। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল
৩। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি
৩। (ক) প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কাউন্সিল বা প্রেসিডিয়াম
৩। (খ) পার্টির প্রবাসী শাখা
৪। মহানগর কাউন্সিল
৫। মহানগর নির্বাহী কমিটি
৬। মহানগর থানা কাউন্সিল
৭। মহানগর থানা নির্বাহী কমিটি
৮। মহানগর ওয়ার্ড কাউন্সিল

৯। মহানগর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি
১০। জেলা কাউন্সিল
১১। জেলা নির্বাহী কমিটি
১২। শহর বা পৌরসভা কাউন্সিল
১৩। শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটি
১৪। থানা কাউন্সিল
১৫। থানা নির্বাহী কমিটি
১৬। ইউনিয়ন কাউন্সিল
১৭। ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি
১৮। শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিল
১৯। শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি
২০। গ্রাম কাউন্সিল
২১। গ্রাম নির্বাহী কমিটি

(খ) সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের বিধি

১. সুপ্রীম কাউন্সিল

(ক) 'সুপ্রীম কাউন্সিল' গঠন পদ্ধতি

'সুপ্রীম কাউন্সিল' নামে পার্টির একটি সর্বোচ্চ কাউন্সিল থাকবে যার গঠন পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ ঃ

ইহা পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা। এর সদস্য সংখ্যা হবে ৩১ জন। দলের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল পদাধিকার বলে এ কাউন্সিলের সদস্য হবেন। এ কাউন্সিলের প্রধানকে বলা হবে 'গ্রান্ড লিডার'। মোট সদস্যের (১/২) অর্ধাংশের উপস্থিতিতে কমিটির কোরাম গঠিত হবে। তবে পার্টি প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী জেনারেলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের ব্যাপারে আহূত সভায় তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কোরাম পূরণে তাদেরকে গণনা করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁদের ভোটাধিকার রহিত থাকবে। পার্টি প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল ছাড়া কমিটির অন্যান্য সদস্যরা দলের মাঠ পর্যায়ের দৃশ্যমান কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন না।

সুপ্রীম কাউন্সিল ৪ বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে। প্রথম বার আহবায়ক কমিটি কর্তৃক সদস্যরা মনোনীত হবেন। গ্রান্ড লিডার ৪ বছরের জন্য মনোনীত হবেন। পর পর দুই মেয়াদ মনোনীত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ মেয়াদ তিনি নির্বাচিত হতে পারবেন না। অতপর পঞ্চম মেয়াদ থেকে পর পর দু' মেয়াদ নির্বাচিত হতে পারবেন। মোট ৫ জনের একটি ইলেক্টরাল বোর্ড পার্টি থেকে ক্রেডিট অনুসারে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যদের মনোনীত করবেন।

সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য বলে গণ্য হবেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(খ) সুপ্রীম কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

(১) এ কাউন্সিল পার্টির নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন করবে এবং প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে প্রদান করবে।

(২)পার্টি প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী জেনারেল সহ অন্যান্য সকল স্তরের কর্মকর্তার অপসারণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পুনর্বিচারের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৩) এ কাউন্সিল প্রয়োজন বোধে দলের মেনিফেষ্টো, নীতিমালা, গঠনতন্ত্র, ধারা, উপধারা, বিধি, উপবিধি ব্যাখ্যা করবে, সংযোজন ও বিয়োজন করবে।

(৪) পার্টি সদস্যরা পার্টির মেনিফেষ্টো, নীতিমালা, গঠনতন্ত্র যথাযথভাবে মেনে চলেন কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

(৫) পার্টির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেলের সংগঠনের নীতিমালা ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যক্রমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গহণ করবে।

(৬) সুপীম কাউন্সিল দলের প্রচারপত্র বা অন্যান্য প্রকাশনা প্রচারের পূর্বে অনুমোদন দান করবে।

(৭) এ কাউন্সিল সকল পর্যায়ের নির্বাহী কমিটির কার্যক্রম মুলতবী বা বাতিল করতে পারবে। পুনর্গঠন বা পুনঃনির্বাচনের আদেশ দিতে পারবে।

(৮) এ কাউন্সিল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা অন্যান্য যে কোন নির্বাহী কমিটিসমূহের কোন বিষয়ে রিপোর্ট তলব করতে পারবে এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করতে পারবে।

(৯) এ কাউন্সিল থানা স্তর পর্যন্ত যে কোন নির্বাহী কমিটির তহবিল অডিট করতে বা করাতে পারবে।

১. (ক) সংসদীয় কাউন্সিল

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, উপ-নির্বাচনে কিংবা জাতীয় পর্যায়ে অন্য কোন নির্বাচনে পার্টির পক্ষে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য পার্টির একটি সংসদীয় কাউন্সিল থাকবে। সংসদীয় কাউন্সিল নিম্ন বর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ

সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য	১০ জন
পার্টি প্রেসিডেন্ট	১ জন
প্রথম ৩ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট	৩ জন
সেক্রেটারী জেনারেল	১ জন
সংশ্লিষ্ট জেলার সভাপতি	১ জন
সংশ্লিষ্ট জেলার ১ম দুই জন সহ-সভাপতি	২ জন
সংশ্লিষ্ট জেলার সাধারণ সম্পাদক	১ জন
মোট	১৯ জন

তবে যে জেলার প্রার্থী মনোনয়নের জন্য সংসদীয় কাউন্সিলের সভা আহবান করা হবে সে জেলার সংসদীয় কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি মনোনয়ন প্রত্যাশী হন তবে তাঁর নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী বাছাইকালে সংসদীয় কাউন্সিলের সভায় তিনি যোগদান করতে পারবেন না। এ সভায় সুপ্রীম কাউন্সিলের কোন সদস্য হবেন সভাপতি এবং পার্টি প্রেসিডেন্ট হবেন আহবায়ক। জাতীয় সংসদ নির্বাচন, উপ-নির্বাচন কিংবা অন্য কোন নির্বাচনে পার্টির পক্ষে প্রার্থী মনোনীত করার দায়িত্ব সংসদীয় কাউন্সিলের এবং এ ব্যাপারে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১. (খ) সংসদীয় কমিটি

জাতীয় সংসদে পার্টির নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে পার্টির সংসদীয় কমিটি গঠিত হবে। সংসদীয় কাউন্সিলের সাথে আলোচনা করে এ কমিটি তার নেতা, উপ-নেতা, চীফ হুইপ ও অন্যান্য হুইপদের নির্বাচিত করবেন। এ ক্ষেত্রে সংসদীয় কাউন্সিল বলতে জেলা প্রতিনিধি ব্যতীত কাউন্সিলের ১ম পনের জন সদস্যের সমন্বয়কে বোঝাবে। সংসদীয় কমিটির সদস্যগণ পদাধিকার বলে পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

২. কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

(ক) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠন পদ্ধতি

'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল' নামে পার্টির জাতীয় পর্যায়ে একটি বৃহত্তর কাউন্সিল থাকবে যার গঠন পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ ঃ

পার্টির সর্বাধিক সদস্য সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠিত হবে। এ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা থাকবে স্থিতিস্থাপক। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। এ কাউন্সিল নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

(১) সুপ্রীম কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সদস্যবৃন্দ। (মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৫ জন সুপ্রীম কাউন্সিল মনোনীত করবে।)

(২) সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ।

(৩) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

(৪) দলের সংসদীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ (যদি থাকে)।

(৫) প্রতিটি মহানগর নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(৬) সকল জেলা নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(৭) প্রত্যেক মহানগর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ২ জন করে মহিলা সদস্য। (কিংবা মহিলা শাখা থাকলে সভানেত্রী ও সেক্রেটারী।)

(৮) প্রত্যেক জেলা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ২ জন করে মহিলা সদস্য কিংবা মহিলা শাখা থাকলে সভানেত্রী ও সেক্রেটারী।

(৯) প্রত্যেক শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(১০) প্রতিটি মহানগরের প্রতিটি থানা নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(১১) প্রতিটি থানা নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(খ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

(১) সুপ্রীম কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রবর্তিত পার্টির নীতিমালা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন;

(২) পার্টি প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচন করা;

(৩) প্রয়োজন হলে পার্টির গঠনতন্ত্র সংশোধন করা;

(৪) সুপ্রীম কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরীত, পার্টি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংযোজিত কোন এজেন্ডা বিবেচনা করা;

(৫) সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন;

(৬) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৭) পার্টির অগ্রগতির জন্য উন্মুক্ত আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান;

(৮) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের এক চতুর্থাংশ সদস্যের আনীত গুরুত্বপূর্ণ যে কোন প্রস্তাবের বিষয় বিবেচনা করা।

(গ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পরিচালিত বিষয় কমিটিসমূহ

প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল পরামর্শক্রমে কোন জাতীয় বিষয়ে প্রয়োজন মনে করলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে যোগ্য বিবেচনায় কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে বিষয়কমিটি গঠন করতে পারবেন। এ সমস্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রয়োজন হলে পার্টির সদস্য নন অথচ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা উক্ত কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশের বেশী হবে না। অন্তর্ভুক্ত বিশেষজ্ঞ সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যান্য সদস্যদের মতই ভোটাধিকার লাভ করবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমতা লাভ করবেন। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত বিষয়কমিটিসমূহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য বিষয়কমিটিগুলো হল ঃ

(১) জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিষয়ক;

(২) বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক;

(৩) কোন অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন বিষয়ক;

(৪) গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ক;

(৫) শ্রমজীবী কল্যাণ বিষয়ক;

(৬) মহিলা বিষয়ক;

(৭) যুব শক্তি বিষয়ক;
(৮) প্রতিরক্ষা বিষয়ক;
(৯) খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক;
(১০) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক;
(১১) বিদেশ বিষয়ক;
(১২) দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন বিষয়ক;
(১৩) শিশু কল্যাণ বিষয়ক;
(১৪) অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক;
(১৫) জাতীয় সমন্বয় বা লিয়াজো বিষয়ক।

৩. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সর্বোচ্চ ৩১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল কমিটির সদস্য সংখ্যা নিরূপণ করবেন এবং সুপ্রীম কাউন্সিল থেকে অনুমোদন গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেলের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন সুপ্রীম লিডার। অন্যান্য দায়িত্বশীলদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন প্রেসিডেন্ট। প্রত্যেক জেলা নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী, প্রত্যেক মহানগর কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হবেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে শতকরা ১০ ভাগ মহিলা সদস্য থাকবেন। প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন বোধে শ্রমিক, মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, উপজাতি ও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোক থেকে সদস্য মনোনীত করতে পারবেন। এ কমিটির মেয়াদ হবে দুই বছর।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ সদস্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল থেকে মনোনীত করা হবে। এ মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

সভাপতি (প্রেসিডেন্ট পদাধিকারে)	১ জন
সহ-সভাপতি	১৯ জন
মহাসচিব (সেক্রেটারী জেনারেল)	১ জন
যুগ্ন-মহাসচিব (জয়েন্ট সেক্রেটারী)	৯ জন
দফতর সম্পাদক (অফিস সেক্রেটারী)	১ জন
কোষাধ্যক্ষ (কেশিয়ার)	১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	৬ জন
সম্পাদক (স্পেশ্যাল)	১ জন

প্রচার সম্পাদক	৩ জন
সম্পাদক ঃ বিদেশ বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ প্রেস ও মিডিয়া বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ ধর্ম বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ ছাত্র বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ আইন ও বিচার বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ জেনেসারী[১] বিষয়ক	১ জন

১. জেনেসারী বিভাগ

তুর্কী শব্দ 'য়ূনিসেরী' এর পরিবর্তিত রূপ জেনেসারী। অর্থ– নব নিযুক্ত সৈন্য, ত্যাগী কর্মী, বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবেদিনপ্রাণ কর্মী বাহিনী।

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পর্টির একটি ব্যতিক্রমী বিভাগ হচ্ছে জেনেসারী বিভাগ। এ বিভাগটি ত্যাগী লোকদের নিয়ে গঠিত হবে। এমন এক শ্রেণীর লোক সর্বযুগে সর্বত্রই দেখা যায়, যারা নিজেদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে আগ্রহী থাকেন। তাদের জানমাল উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স)এর যুগে এদেরকে বলা হত 'আসহাবে সুফ্ফা'। তাঁদের দুনিয়ার কোন চাওয়া পাওয়া ছিলনা। তাঁদের জানমাল সবকিছু নবীজির চরণে উৎসর্গীকৃত ছিল। নবীজির যে কোন আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করাই ছিল তাঁদের ব্রত। যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ আদেশই আসুক, তাৎক্ষণিকভাবে পালন করাই ছিল তাঁদের কাজ। তাঁদের কাছে আদেশ পালনই মূখ্য। জীবন বা সম্পদ একান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কোন মিশনকে সফল করতে এ ধরনের লোকদেরই প্রয়োজন হয়।

তুরস্কের উসমানী খলীফা সুলাইমানের সময়ও এ ধরনের লোক দ্বারা গঠিত একটি চৌকস বিভাগ ছিল। কনসটান্টিনপোল বিজয়ে তাঁদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়নেরও এ ধরনের একটি বিভাগ ছিল।

আমরা দেশকে উন্নয়নের স্বর্ণশিখরে পৌছাতে চাই। এ জন্য দরকার দেশপ্রেমিক ও ত্যাগী একদল লোক। যারা ত্যাগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখাবে, যারা পরীক্ষিত ত্যাগী, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই চাওয়া পাওয়া নেই, দেশের স্বার্থে যারা সর্বস্ব দান করতে পারে, নিজের জীবনকে সোপর্দ করতে আনন্দ পায় তারা থাকবে জেনেসারী বিভাগের সদস্য। এ বিভাগের ইউনিট থাকবে কেন্দ্রে ও মহানগরগুলোতে। প্রয়োজনের তাগিদে জেলা সদরেও সীমিত আকারে এ বিভাগ খোলা যেতে পারে।

এ বিভাগের কর্মীদের কাজের কোন নির্দিষ্ট গন্ডি নেই। এদেরকে যেখানেই নিয়োগ করা হবে সেখানেই তারা কাজ করবে। তবে তাদের যোগ্যতা অনুসারেই কর্মে নিযুক্ত করা হবে।

এ বিভাগটি একটি স্বতন্ত্র দফতরে বিভক্ত হলেও সংগঠনের সর্বোচ্চ কমান্ডের পরিচালনায় পরিচালিত হবে।

সম্পাদক ঃ ক্রীড়া বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ যুব সমাজ বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ নারী ও শিশু বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ শ্রমিক ও কর্মজীবী বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ কৃষি ও খাদ্য	১ জন
সম্পাদক ঃ গণশিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ বন ও পরিবেশ বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ সমবায় ও গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ শিল্প বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ কুটির শিল্প বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ পোশাক শিল্প বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ এন, জি, ও বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ অর্থনীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ তাঁতী বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ মৎস ও খামার বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা বিষয়ক	১ জন
সম্পাদক ঃ প্রতিরক্ষা বিষয়ক	১ জন
সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ	৫ জন
সহকারী দফতর সম্পাদক ঃ	২ জন
সদস্য সর্বোচ্চ	২৩১ জন

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপ ঃ

(১) পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন, প্রস্তাব গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদান;

(২) প্রয়োজন হলে পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্যের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন;

(৪) বৈধতা বিষয়ে কমিটিসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটানো;

(৫) পার্টির অঙ্গ সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ তদারক, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন;

(৬) সুপ্রীম কাউন্সিলের নির্দেশে বিবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন বোধে যে কোন সময় ডাকতে পারবেন। তবে প্রতি ৯০ দিনে অন্ততঃ একবার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান বাধ্যতামূলক হবে।

৩. (ক) প্রেসিডিয়াম

পার্টির প্রেসিডেন্টকে কোন বিশেষ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য পার্টির ১৯ জন ভাইস প্রেসিডেন্টকে নিয়ে প্রেসিডিয়াম গঠিত হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট বিশেষ বিষয়ে দক্ষ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পার্টির মধ্য থেকে অথবা বাইর থেকে মনোনীত করতে পারবেন। প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হবে।

৩. (খ) পার্টির প্রবাসী শাখা

বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে পার্টির শাখা থাকতে পারে। কোন দেশের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমগ্র দেশের জন্য যে কমিটি থাকবে সে কমিটির অনুমোদন দেবে পার্টির প্রেসিডেন্ট। অনুমোদন লাভের পর সে কমিটি পার্টির জেলা কমিটির সম মর্যাদা লাভ করবে। এ কমিটি সর্বোচ্চ ১৫১ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। পার্টির প্রবাসী কমিটি দেশে অবস্থিত জেলা কমিটির মত সমান সংখ্যক দায়িত্বশীলদের নিয়ে গঠিত হবে। এ কমিটির সভাপতি পদাধিকার বলে পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বলে গণ্য হবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য বলে গণ্য হবেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নীচে আঞ্চলিক কমিটি, রাজ্য কমিটি কিংবা জোনাল কমিটি থাকলে এবং সে কমিটির সদস্য সংখ্যা কম পক্ষে ১০১ জন হলে এবং যে কাউন্সিল এ কমিটি নির্বাচিত করবে সে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ১৫১ জন হলে সে কমিটি পার্টির থানা নির্বাহী কমিটির মর্যাদা লাভ করবে। সে দেশের কেন্দ্রে অবস্থিত জেলা মর্যাদাপ্রাপ্ত কমিটির সভাপতি উক্ত আঞ্চলিক কমিটির অনুমোদন দেবেন। থানা নির্বাহী

কমিটির মর্যাদা প্রাপ্ত আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য বলে গণ্য হবেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশে গঠিত দলের শাখার সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠন প্রণালী সম্পর্কে কোন বিতর্কের উদ্ভব হলে তা পার্টির সুপীম কাউন্সিলের মতামতের জন্য পাঠাতে হবে। এ ব্যাপারে সুপ্রীম কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪. মহানগর কাউন্সিল

(ক) মহনগর কাউন্সিল গঠন প্রণালী

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এই ৬টি মহানগরীতে মহানগর কাউন্সিল গঠিত হবে। মহানগরীগুলোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি থানা নির্বাহী কমিটির সদস্যরা মহানগর কাউন্সিলের সদস্য বলে গণ্য হবেন। এই কাউন্সিলের মেয়াদ হবে ৩ বছর।

মহানগর কাউন্সিল দুই বছর মেয়াদের জন্য মহানগর নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করবে।

৫. মহানগর নির্বাহী কমিটি

(ক) মহানগর নির্বাহী কমিটি গঠন পদ্ধতি

মহানগর কাউন্সিল মহানগর নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে। ১৫১ সদস্য সমন্বয়ে মহানগর নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে দুই বছর। মহানগর নির্বাহী কমিটিতে সদস্যদের শতকরা ১০ ভাগ থাকবেন মহিলা সদস্য। নিম্নলিখিত দায়িত্বশীলগণ এ কমিটিতে কার্য নির্বাহ করবেন ঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ সভাপতি	৫ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। যুগ্ন সম্পাদক	৩ জন
৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	৩ জন
৭। দফতর সম্পাদক	১ জন
৮। সহ দফতর সম্পাদক	১ জন
৯। প্রচার সম্পাদক	১ জন
১০। সহ প্রচার সম্পাদক	২ জন
১১। কোষাধ্যক্ষ	১ জন

মহানগর নির্বাহী কমিটি পার্টির জেলা নির্বাহী কমিটির সম মর্যাদা লাভ করবে। পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমে মহানগর নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দিবেন। মহানগর কাউন্সিল মহানগর নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের সময়ই নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য এক বা একাধিক সম্পাদক নির্বাচিত করতে পারবেন। যেমন ঃ

১। সম্পাদক ঃ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক
২। সম্পাদক ঃ মহিলা বিষয়ক
৩। সম্পাদক ঃ যুব বিষয়ক
৪। সম্পাদক ঃ শিশু কল্যাণ ও বিনোদন বিষয়ক
৫। সম্পাদক ঃ প্রকাশনা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক
৬। সম্পাদক ঃ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক
৭। সম্পাদক ঃ ক্ষুদ্র শিল্প বিষয়ক
৮। সম্পাদক ঃ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ক
৯। সম্পাদক ঃ গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ক
১০। সম্পাদক ঃ ছাত্রছাত্রী বিষয়ক
১১। সম্পাদক ঃ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক
১২। সম্পাদক ঃ আইন ও বিচার বিষয়ক ইত্যাদি

(খ) মহনগর নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) মহানগর নির্বাহী কমিটি নিজ নিজ মহানগরীতে পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

(২) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় ভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৬. মহানগর থানা কাউন্সিল

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এই ৬টি মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দকে নিয়ে সেই মহানগরে পার্টির মহনগর থানা কাউন্সিল গঠিত হবে। থানা কাউন্সিলের মেয়াদ হবে তিন বছর। মহানগর থানা কাউন্সিল তাদের মধ্য থেকে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট থানা নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে। মহানগর নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমতিক্রমে থানা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দেবেন।

৭. মহানগর থানা নির্বাহী কমিটি

মহানগর থানা কাউন্সিল থানা নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবেন। এ কমিটির মেয়াদ হবে দুই বছর। সদস্য সংখ্যা হবে ১০১ জন। তাদের মধ্যে

শতকরা ১০ ভাগ মহিলা সদস্য থাকবেন। নিম্নলিখিত দায়িত্বশীলদের নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে ঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ সভাপতি	৩ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। যুগ্ম সম্পাদক	২ জন
৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	২ জন
৭। প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮। সহ প্রচার সম্পাদক	১ জন
৯। দফতর সম্পাদক	১ জন
১০। সহ দফতর সম্পাদক	১ জন
১১। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
১২। সদস্য	৮৬ জন

পার্টির মহানগর নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমতিক্রমে মহানগর থানা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দেবেন।

৮. মহানগর ওয়ার্ড কাউন্সিল

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল মহানগরগুলোর অধীন প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২০১ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে মহানগর ওয়ার্ড কাউন্সিল গঠিত হবে। এ কাউন্সিলের মেয়াদ হবে তিন বছর। মহানগর ওয়ার্ড কাউন্সিল তাদের মধ্য থেকে মহানগর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে।

৯. মহানগর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি

মহানগর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হবে ৭১ জন। তন্মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ থাকবেন মহিলা সদস্য। এ কমিটি পার্টির ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটির সম মর্যাদা লাভ করবে। মহানগর থানা নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমতি ক্রমে এ কমিটির অনুমোদন দেবেন। এ কমিটি পার্টির কর্মসূচী নিজ নিজ ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন করবে এবং পার্টির উর্ধতন মহলের যখন যা আদেশ তা যথাযথ ভাবে পালন করবে। মহানগর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত দায়িত্বশীলদের নিয়ে গঠিত হবে ঃ

সভাপতি	১ জন
সহ সভাপতি	২ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন

যুগ্ন সম্পাদক	১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
দফতর সম্পাদক	১ জন
প্রচার সম্পাদক	১ জন
সহ প্রচার সম্পাদক	১ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন
সদস্য	৬০ জন

ওয়ার্ড কাউন্সিল প্রয়োজন বোধ করলে ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটিতে কোন বিশেষ বিষয়ে এক বা একাধিক বিষয় সম্পাদক নির্বাচিত করতে পারবে। তবে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ৭১ অতিক্রম করবে না।

১০. জেলা কাউন্সিল

পার্টির জেলা কাউন্সিল প্রশাসনিক জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি থানার নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। জেলা কাউন্সিলের কার্যকালের মেয়াদ হবে তিন বছর। জেলা কাউন্সিল তাদের সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে।

১১. জেলা নির্বাহী কমিটি

(ক) জেলা নির্বাহী কমিটি গঠন পদ্ধতি

জেলা নির্বাহী কমিটি সর্বোচ্চ ১৫১ জন সদস্য নিয়ে দুই বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে। সদস্যদের মধ্যে শতকরা ১০ জন থাকবেন মহিলা সদস্য। জেলা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দেবেন পার্টি প্রেসিডেন্টের পরামর্শক্রমে সেক্রেটারী জেনারেল। এই কমিটির দায়িত্বশীলদের কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি	১ জন
সহ সভাপতি	৫ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
যুগ্ন সম্পাদক	৩ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	৩ জন
দফতর সম্পাদক	১ জন
সহ দফতর সম্পাদক	১ জন
প্রচার সম্পাদক	১ জন
সহ প্রচার সম্পাদক	২ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন

(খ) জেলা নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

(১) জেলা নির্বাহী কমিটি কেন্দ্র প্রদত্ত পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে;

(২) অধঃস্তন নির্বাহী কমিটিগুলোর কার্যক্রম তদারক করবে

(৩) কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করবে;

(৪) অধঃস্তন নির্বাহী কমিটিগুলোর তহবিল অডিট করবে।

১২. শহর বা পৌরসভা কাউন্সিল

প্রতিটি শহর বা পৌরসভার অধীন প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে শহর বা পৌরসভা কাউন্সিল গঠিত হবে। শহর বা পৌরসভা কাউন্সিলের মেয়াদ হবে ৩ বছর। এই কাউন্সিলের কাজ হল তার সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটি গঠন করা।

১৩. শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটি

১০১ সদস্যবিশিষ্ট শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে দুই বছর। জেলা নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমতিক্রমে এই কমিটির অনুমোদন দেবেন। শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটিতে শতকরা ১০ জন মহিলা সদস্য থাকবেন। শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটি থানা নির্বাহী কমিটির সম মর্যাদা পাবে। নিম্নলিখিত দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে ঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ সভাপতি	৩ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। যুগ্ন সম্পাদক	২ জন
৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	২ জন
৭। প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮। সহ প্রচার সম্পাদক	১ জন
৯। দফতর সম্পাদক	১ জন
১০। সহ দফতর সম্পাদক	১ জন
১১। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
১২। সদস্য	৮৬ জন

পার্টির শহর বা পৌরসভা নির্বাহী কমিটি শহর বা পৌর এলাকায় পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

১৪. থান কাউন্সিল

প্রশাসনিক থানার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ থানা কাউন্সিলের সদস্য হবেন। এ কাউন্সিলের মেয়াদ হবে ৩ বছর। থানা কাউন্সিল তার সদস্যদের মধ্য থেকে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট থানা নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে।

১৫. থানা নির্বাহী কমিটি

থানা নির্বাহী কমিটির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হবে ১০১ জন এবং মেয়াদ হবে দুই বছর। জেলা নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমতিক্রমে থানা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দেবেন। থানা নির্বাহী কমিটিতে শতকরা ১০ ভাগ মহিলা সদস্য থাকবেন। নিম্নলিখিত দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে থানা নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে ঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ সভাপতি	৩ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। যুগ্ন সম্পাদক	২ জন
৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	২ জন
৭। প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮। সহ প্রচার সম্পাদক	১ জন
৯। দফতর সম্পাদক	১ জন
১০। সহ দফতর সম্পাদক	১ জন
১১। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
১২। সদস্য	৮৬ জন

পার্টির থানা নির্বাহী কমিটি নিজ নিজ থানা এলাকায় পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

১৬. ইউনিয়ন কাউন্সিল

প্রতিটি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রাম নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে পার্টির ইউনিয়ন কাউন্সিল। এ কাউন্সিল ৩ বছর মেয়াদের জন্য মনোনীত হবে। ইউনিয়ন কাউন্সিল তার সদস্যদের মধ্য থেকে ৭১ সদস্যবিশিষ্ট ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে।

১৭. ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি

ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে দুই বছর এবং সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৭১ জন। থানা নির্বাহী কমিটি ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দেবে। এই কমিটিতে শতকরা ১০ ভাগ মহিলা সদস্য থাকবেন। নিম্ন বর্ণিত দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে ঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ সভাপতি	২ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। যুগ্ন সম্পাদক	১ জন
৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৭। প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮। দফতর সম্পাদক	১ জন
৯। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
১০। সদস্য	৬১ জন

১৮. শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিল

প্রতিটি জেলার শহর বা পৌরসভার অন্তর্গত প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২০১ জন সাধারণ (প্রাথমিক) সদস্য নিয়ে শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিল গঠিত হবে। এ কাউন্সিলের মেয়াদ হবে ৩ বছর। ওয়ার্ড কাউন্সিলের সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৭১ সদস্যের একটি শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি গঠন করবেন। এ কমিটি পার্টির ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটির সম মর্যাদা লাভ করবে।

১৯. শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি

শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি দুই বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে যার সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৭১ জন। এ কমিটিতে শতকরা ১০ জন হবেন মহিলা সদস্য। এ কমিটির অনুমোদন দিবে পার্টির থানা নির্বাহী কমিটি। নিম্নোক্ত দায়িত্বশীলদের নিয়ে ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে ঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ সভাপতি	২ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। যুগ্ন সম্পাদক	১ জন

৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৭। প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮। সহ প্রচার সম্পাদক	১ জন
৯। দফতর সম্পাদক	১ জন
১০। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
১১। সদস্য	৬০ জন

শহর বা পৌরসভা ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি পার্টির কর্মসূচী নিজ নিজ ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন করবে এবং পার্টির উর্ধতন মহলের যখন যা আদেশ তা যথাযথ ভাবে পালন করবে। ওয়ার্ড কাউন্সিল প্রয়োজন বোধ করলে ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটিতে কোন বিশেষ বিষয়ে এক বা একাধিক বিষয় সম্পাদক নির্বাচিত করতে পারবে। তবে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ৭১ অতিক্রম করবে না।

২০. গ্রাম কাউন্সিল

প্রত্যেক গ্রামে কমপক্ষে ৭০ জন পার্টির সাধারণ (প্রাথমিক) সদস্য নিয়ে গ্রাম কাউন্সিল গঠিত হবে। গ্রাম কাউন্সিলে গ্রামের প্রত্যেক মহল্লা থেকে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গ্রাম কাউন্সিলের মেয়াদ হবে ৩ বছর। গ্রাম কাউন্সিলের সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৩১ জনের একটি গ্রাম নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবে।

২১. গ্রাম নির্বাহী কমিটি

গ্রাম নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে দুই বছর। এর সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩১ জন। ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি এ কমিটির অনুমোদন দেবে। গ্রাম নির্বাহী কমিটিতে শতকরা ১০ জন মহিলা সদস্য থাকবেন। নিম্নলিখিত দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে ঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ সভাপতি	১ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৫। প্রচার সম্পাদক	১ জন
৬। দফতর সম্পাদক	১ জন
৭। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৮ । সদস্য	২৪ জন

গ্রাম নির্বাহী কমিটি তৃণমূল পর্যায়ে পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। এ কমিটি হাট, বাজার, ষ্টেশন, ইসকুল, কলেজ, মাদরাসা ও মহল্লা কেন্দ্রিক ছোট ছোট ইউনিট গঠন করতে পারবে। ইউনিটের সদস্য হবে সর্বনিম্ন ৩ জন এবং সর্বাধিক ৭ জন।

[বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত প্রতিটি নির্বাহী কমিটির সদস্যসংখ্যা সর্বোচ্চ নির্দেশ করা হয়েছে। সর্বনিম্ন বলতে কিছু নির্ধারিত নেই। জনশক্তি কম হলে দায়িত্বশীলদের কোটা পূর্ণ করে সদস্যদের মধ্যে সে ঘাটতি রাখা হবে।]

ধারা ঃ ৮। সদস্য পদের অযোগ্যতা

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সুপ্রীম কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা যে কোন স্তরের যে কোন নির্বাহী কমিটির সদস্য পদের অযোগ্য বলে গণ্য হবেন ঃ

(১) ফৌজদারী আইনে দন্ডিত ব্যক্তি;

(২) দেউলিয়া ব্যক্তি;

(৩) ঋণখেলাপী ব্যক্তি;

(৪) দুর্নীতির দায়ে পদচ্যুত ব্যক্তি;

(৫) উম্মাদ বা মাদকসেবী ব্যক্তি;

(৬) সমাজে দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি।

ধারা ঃ ৯। গ্রান্ড লিডার

(ক) ধারণা

পার্টির প্রধান নীতি নির্ধারক ও পরামর্শক হিসেবে একজন গ্রান্ড লিডার থাকবেন। তিনি অবশ্যই উচ্চ শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও উত্তম আচরণের অধিকারী চল্লিশোর্ধ বয়সের হবেন। তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ হবে ৪ বছর। তিনি পর পর দুই মেয়াদ নির্বাচিত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ মেয়াদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। পঞ্চম মেয়াদ থেকে আবার পর পর দুই মেয়াদ নির্বাচিত হতে পারবেন। গ্রান্ড লিডার সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রধান হবেন। তিনি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার কাউন্সিলের সভা আহবান করবেন। একান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করবেন না।

(খ) গ্রান্ড লিডার নির্বাচন

পার্টির বাইর থেকে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সুপ্রীম কাউন্সিল থেকে প্রবীণ ২ জন সদস্য নিয়ে ৩ জনের নির্বাচন কমিশন গ্রান্ড লিডার নির্বাচন পরিচালনা করবেন। পার্টির সুপ্রীম কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সরাসরি ভোটে গ্রান্ড লিডার নির্বাচিত হবেন। নব নির্বাচিত লিডারকে নির্বাচন কমিশনের প্রধান শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

(গ) গ্রান্ড লিডারের পদচ্যুতি বা অপসারণ

(১) যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কিংবা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যরা গ্রান্ড লিডারের পদত্যাগ কামনা করেন তবে লিখিত ভাবে তাঁর পদত্যাগ দাবী করে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নিজেদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবীনামা গ্রান্ড লিডারের সমীপে পেশ করবেন। গ্রান্ড লিডার দাবীর বিষয়বস্তু ও এ সংক্রান্ত কাগজপত্রের যথার্থতা যাচাই করে পদত্যাগ করবেন এবং নতুন লিডার নির্বাচনের জন্য সুপ্রীম কাউন্সিলকে আহবান করবেন।

(২) লিখিত দাবীনামা ছাড়াও কোন মাধ্যমে গ্রান্ড লিডার যদি অবগত হন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তাঁর পদত্যাগ কামনা করেন তবে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন।

ধারা ঃ ১০। প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল

(ক) ধারণা

পার্টির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে একজন প্রেসিডেন্ট এবং একজন সেক্রেটারী জেনারেল থাকবেন। এদের বয়স হতে হবে ৩০ বছরের উর্ধে।

(খ) প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচন

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যদের সরাসরি গোপন ভোটে সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ৩ বছরের জন্য পার্টির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হবেন। তাঁরা উভয়ে একই পদে পর পর দুই মেয়াদ নির্বাচিত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ মেয়াদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। পঞ্চম মেয়াদ থেকে আবার পর পর দুই মেয়াদ নির্বাচিত হতে পারবেন। তৃতীয় মেয়াদে সেক্রেটারী জেনারেল প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলে প্রেসিডেন্ট সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন। পর পর দুই মেয়াদ শেষে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটরী জেনারেল সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন।

(গ) প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা

(১) পার্টির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে প্রেসিডেন্ট পার্টির সর্বময় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন।

(২) তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় কমিটিসমূহ এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য কমিটিগুলোর উপর কর্তৃত্ব করবেন এবং তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় করবেন।

(৩) উপরোক্ত কমিটিগুলোর সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(৪) প্রয়োজন বোধ করলে প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় কমিটিসমূহ বাতিল করার প্রস্তাব সুপ্রীম কাউন্সিলে প্রেরণ করতে পারেন।

(৫) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত কমিটিসমূহ বাতিল করে দিতে পারেন।

(৬) প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

(৭) প্রেসিডেন্ট তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন ভাইস প্রেসিডেন্টকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে পারবেন।

(৮) কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ হলে কিংবা কোন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে জটিলতার সম্মুখীন হলে বিষয়টি সুপ্রীম কাউন্সিলে ন্যস্ত করবেন।

(ঘ) সেক্রেটরী জেনারেলের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা

(১) সেক্রেটারী জেনারেল সাচিবিক কর্মকান্ডে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) পার্টি সেক্রেটারিয়েট পরিচালনা, নথি সংরক্ষণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন, দায় নিরূপন, ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্দেশ করবেন।

(৪) প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান, পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

(৫) বিষয় কমিটিসমূহের সভা সেক্রেটারী জেনারেল যখন প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই আহবান করতে পারবেন।

(৬) তিনি পার্টির বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং নির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করবেন।

(৭) সেক্রেটারী জেনারেল বছরান্তে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যৌথ সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

(৮) এ ছাড়াও অন্যান্য সাচিবিক দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

(ঙ) প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী জেনারেলের অপসারণ

প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী জেনারেলের কর্মকান্ড যদি পার্টির মূলনীতির খেলাপ প্রমাণিত হয়, গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করেন, স্বেচ্ছাচারিতা বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, পার্টির ভেতরে বা বাইরে অসদাচরণ করেন এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মোট সদস্যের শতকরা ৫ জন তাদের কারও অপসারণ দাবী করে সুপ্রীম কাউন্সিলে আবেদন করেন তবে সুপ্রীম কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের রেফারেন্ডাম গ্রহণ করবেন। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট তাঁদের কারও বিপক্ষে গেলে সুপ্রীম কাউন্সিল তাঁকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করবেন। তবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী জেনারেলের একমাত্র অপসারণ

বিষয়েই আহূত হতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়টি সকল সদস্যকে অবহিত করতে হবে এবং প্রকাশ্য সভায় অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে।

ধারা ঃ ১১। সভা, নোটিশ ও কোরাম

(ক) সুপ্রীম কাউন্সিল

পার্টির গ্রান্ড লিডার যে কোন সময় তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুপ্রীম কাউন্সিলের সভা আহবান করতে পারেন।

তবে মাসে অন্ততঃ একবার সুপ্রীম কাউন্সিলের সভা অবশ্যই করতে হবে। মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিত হলে এ সভার কোরাম গঠিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল প্রেসিডেন্টের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা আহবান করবেন। লিখিত চিঠির মাধ্যমে, পিয়ন মারফত কিংবা সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমপক্ষে দুই সপ্তাহের নোটিশে বছরে কমপক্ষে একবার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সাধারণ সভায় মিলিত হবে। কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য সভার কোরাম গঠন করবে।

অনুরূপ ভাবে ৩ দিনের নোটিশে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে। জরুরী সভার নোটিশ সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি ও টেলিফোনের মাধ্যমেও হতে পারবে। জরুরী সভার কোরাম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতেই গঠিত হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল প্রেসিডেন্টের সাথে পরামর্শ করে ৭ দিনের নোটিশে পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন। নোটিশ লিখিতভাবে ডাক মারফত, পিয়ন মারফত কিংবা সংবাদপত্র মারফত জারী করতে হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভার কোরাম মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিত হলেই গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সভা ৬ মাস অন্তর বছরে অন্ততঃ দুইবার অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা ৪৮ ঘন্টার লিখিত কিংবা টেলিফোন নোটিশের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। জরুরী সভার কোরাম মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতেই গঠিত হবে।

(ঘ) জেলা কাউন্সিল/ জেলা নির্বাহী কমিটি থেকে গ্রাম কাউন্সিল/ গ্রাম নির্বাহী কমিটি

জেলা থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সভা, জরুরী সভা ও বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রমের অনুরূপ

কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। জেলা হতে গ্রাম পর্যন্ত কমিটিগুলো কাউন্সিল সভা ৭ দিনের নোটিশে বছরে কমপক্ষে একবার অবশ্যই করতে হবে। জরুরী সভাগুলো ৩ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত করবে।

প্রতিটি স্তরের নির্বাহী কমিটির সভা ৩ দিনের নোটিশে এবং জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার লিখিত কিংবা টেলিফোনিক নোটিশে করতে পারবে। প্রত্যেক স্তরের নির্বাহী কমিটির সভা ৬ মাস অন্তর বছরে দুই বার অনুষ্ঠিত হতে হবে। প্রত্যেক স্তরের সাধারণ সভাগুলো শতকরা ৫০% ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। অপর দিকে জরুরী সভাগুলো এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

এতদ্ব্যতীত সকল স্তরেই কোন বিশেষ কমিটি, আহবায়ক কমিটি বা এডহক কমিটি থাকলে কমিটিগুলোর সভা ৩ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে এবং শতকরা ৫০% ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। অপর দিকে সে সব কমিটির জরুরী সভাগুলো ২৪ ঘন্টার লিখিত বা টেলিফোনিক নোটিশে অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

ধারা ঃ ১২। পার্টির তহবিল

সদস্যদের চাঁদা ও দান[১] সংগ্রহের মাধ্যমে পার্টির তহবিল গঠিত হবে। পার্টির কোষাধ্যক্ষ কর্মীদের মধ্যে চাঁদার রসিদ বই সরবরাহ করবেন। মুদ্রিত রসিদের মাধ্যমে চাঁদা কিংবা দান গ্রহণ করা হবে। পার্টির কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন। যথাযথ ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করবেন। কোন বানিজ্যিক ব্যাংকে সংগঠনের হিসাব খোলা হবে এবং সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যে কোন দুই জনের স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হবে। তবে যৌথ স্বাক্ষরে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে। পার্টির হিসাব প্রতি বছর অডিট করাতে হবে এবং অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করত হবে।

---

১. চাঁদা ও দান

চাঁদা ও দান হবে আয়ের উৎস। এ সংগঠনে যোগ দিয়ে কেউ কোন আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার আশা করবে না। সংগঠন চলবে কর্মী, সমর্থক ও হিতাকাঙ্খীদের সতঃস্ফূর্ত চাঁদার টাকায়। কেউ নিজের কিংবা পরিবারের সদস্যদের রোগ-শোক, আপদ-বিপদে যেভাবে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে, বাবা মায়ের কল্যাণে প্রাণের আবেগে টাকা ব্যয় করে, তদ্রূপ দেশ মাতৃকার কল্যাণে অর্থ ব্যয় করবে। কর্মী সমর্থকদের দরদ নিঃসৃত দানই হবে এ সংগঠনের আয়ের উৎস। দায়িত্বশীলরা তা ব্যয় করবে মিতব্যয়িতার সাথে, জবাবদিহিতার মনোভাব নিয়ে।

ধারা ঃ ১৩। নতুন বিধি প্রণয়ন

যে সমস্ত ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রে কোন সুস্পষ্ট বিধি বা উপবিধি নেই সুপ্রীম কাউন্সিল সে সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন বিধি বা উপবিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

ধারা ঃ ১৪। গঠনতন্ত্রে সংশোধন ও সংযোজন

গঠনতন্ত্রে সংশোধন ও সংযোজনের নিয়মাবলী ঃ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কোন সদস্য গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা সংশোধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করলে কিংবা নতুন কোন ধারা বা উপধারা সংযোজনের প্রয়োজন বোধ করলে তার যৌক্তিকতা ও ব্যাখ্যা সহ সংশোধন বা সংযোজনের প্রস্তাব লিখিত ভাবে সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে পাঠাবেন। সেক্রেটারী জেনারেল প্রস্তাবটি পরবর্তী কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় পেশ করবেন এবং (ক) প্রস্তাবিত সংশোধনী বা সংযোজনী যে সভায় বিবেচিত হবে সে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ৭ দিন আগে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সকল সদস্যের কাছে প্রস্তাবের কপি যুক্তি ও ব্যাখ্যা সহ বিতরণ করবেন। এই সংশোধনী বা সংযোজনীর অনুকুলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ভোট দিলে তা অনুমোদনের জন্য সুপ্রীম কাউন্সিলে পাঠাতে হবে। সুপ্রীম কাউন্সিলে অনুমোদিত হলেই সংশোধনী বা সংযোজনীটি চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবে।

জরুরী কারণে কোন সংশোধনী বা সংযোজনীর প্রয়োজন হয়ে পড়লে পার্টি প্রেসিডেন্ট সুপ্রীম কাউন্সিলে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারবেন। সুপ্রীম কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট অস্থায়ী ভাবে গঠনতন্ত্রে উক্ত সংশোধন বা সংযোজন করতে পারবেন। তবে পরবর্তী কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে উক্ত সংশোধনী বা সংযোজনী প্রস্তাব গৃহীত হলে তা চূড়ান্ত ভাবে গঠনতন্ত্রে সংযুক্ত হবে।

ধারা ঃ ১৪। পার্টির অঙ্গ সংগঠন

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির বিভিন্ন অংগ সংগঠন থাকতে পারবে। যেমন ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, সাংস্কৃতিক কুশলী ও শিল্পী, তাঁতী, মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবী, আইম্মা ও ওলামা, বনিক, পেশাজীবী, মৎসজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী ইত্যাদি। বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির পূর্ণ নাম বা সংক্ষিপ্ত (এব্রেবিয়েট) নাম যুক্ত করে সংগঠন হতে পারে– যেমন বিজি শ্রমিক পার্টি, বিজি মহিলা পার্টি ইত্যাদি। তাদের নিজস্ব মেনিফেষ্টো, গঠনতন্ত্র, পতাকা ও কার্যালয় থকবে। তবে তাদের মেনিফেষ্টো পার্টির মেনিফেষ্টোর আলোকে এবং

গঠনতন্ত্র পার্টির গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যমূলক হতে হবে। এ সব অঙ্গ সংগঠনগুলো পার্টির শৃঙ্খলার আওতায় থাকবে।

অঙ্গ সংগঠন হিসেবে পার্টির প্রেসিডেন্টের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কোন সংগঠনকে গার্ডিয়ান পার্টির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে গণ্য করা হবে না। পার্টি প্রেসিডেন্ট সুপ্রীম লিডারের সাথে পরামর্শ করে কোন অঙ্গ সংগঠনের অনুমোদন দেবেন।

কোন অঙ্গ সংগঠন পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে, সংগঠন পরিপন্থী কাজ করলে কিংবা অসদাচরণ করলে প্রেসিডেন্ট যে কোন সময় অঙ্গ সংগঠনের কর্মকর্তা বা সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে প্রত্যেক অঙ্গ সংগঠন বিষয়ক একজন সম্পাদক থাকবেন। তিনি উক্ত অঙ্গ সংগঠন ও মূল পার্টির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করবেন।

পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করাই হবে অঙ্গ সংগঠনগুলোর মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্ব স্ব ক্ষেত্রে পার্টির প্রভাব বিস্তার কিংবা নীতির প্রসার করার উদ্দেশ্যে অঙ্গ সংগঠন তাদের নিজস্ব কর্মসূচী প্রণয়ন করবে। তবে তাদের মেনিফেষ্টো, গঠনতন্ত্র ও পতাকা পার্টি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পূর্বাহ্নেই অনুমোদিত হতে হবে। কোন অঙ্গ সংগঠন তাদের মেনিফেষ্টো, গঠনতন্ত্র কিংবা পতাকার কোন প্রকার পরিবর্তন বা সংশোধন করতে চাইলে প্রেসিডেন্টের পূর্বানুমোদন নিয়েই তা কার্যকর করা যাবে।

পার্টি তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

তফসীল—১

ফরম 'ক'

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি

সাধারণ (প্রাথমিক) সদস্য ভর্তি ফরম

নাম ঃ

পিতা বা স্বামীর নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

বয়স ঃ পেশা ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

পার্টি কোন দায়িত্ব দিলে তা পালনে আপনি আগ্রহী/সম্মত/অপারগ? টিক (√) দিন।

শপথনামা

আমি বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নীতিমালার সাথে সম্পূর্ণ একমত। পার্টির শৃঙ্খলা যথাযথ ভাবে মেনে চলার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টিতে যোগদান করলাম।

স্থানীয় দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর স্বাক্ষর .....

তারিখ ... ... তারিখ .....

এখানে কাটুন.. ... ...

সদস্যের অংশ

ফরম 'ক' (১)

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি

সাধারণ (প্রাথমিক) সদস্য ভর্তি ফরম

নাম ঃ

পিতা বা স্বামীর নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

শপথনামা

আমি বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নীতিমালার সাথে সম্পূর্ণ একমত। পার্টির শৃঙ্খলা যথাযথ ভাবে মেনে চলার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টিতে যোগদান করলাম।

স্থানীয় দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর স্বাক্ষর... ... ...

তারিখ ... ... তারিখ ... ...

সদস্যের ৩ টি কাজ

১। কমপক্ষে ২ জনকে সদস্য করা

২। পার্টিকে আর্থিক সহায়তা দান

৩। সংগঠনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

তফসীল–১
ফরম 'খ'
বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি
সদস্য ভর্তি (বিশেষ) ফরম

ছবি

নাম ঃ
পিতা বা স্বামীর নাম ঃ
মাতার নাম ঃ
বয়স ঃ পেশা ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
অন্যান্য যোগ্যতা ঃ
কর্মস্থল ঃ
বর্তমান ঠিকানা ঃ
জন্মস্থান ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ

ধর্ম ঃ শাখা
জাতীয়তা ঃ জন্মসূত্রে/ অভিবাসী। নাগরিকত্ব (একাধিক হলে তা লিখুন)
ভাষা ঃ মাসিক আয় ঃ
পূর্বে কোন রাজনৈতিক দলে ছিলেন কিনা? দলের নাম ..... (একাধিক হলে তা লিখুন) পদমর্যাদা
কেন ত্যাগ করেছেন/ করবেন ? (কারণ লিখুন)
কখনও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা/ কেন? কতবার?
কখনও সামাজিক কোন দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা?
কি দায়িত্ব? কত সময়?
কোন সরকারী দায়িত্ব পালন করেছেন কি না?
কি দায়িত্ব? পদমর্যাদা সমূহ
বিদেশ ভ্রমণ করেছেন কি না? কেন? কোন কোন দেশ?
সখ ঃ বই পড়া/ গান শোনা/ রেডিও ও টিভি/ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কলহ বিবাদ নিষ্পত্তি/ ধর্মীয় অনুষ্ঠান/ শরীর চর্চা/ সাজ সজ্জা/ বা অন্য কিছু (টিক চিহ্ন দিন, অন্য কিছু হলে লিখুন)

শপথ নামা

আমি বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নীতিমালার সাথে সম্পূর্ণ একমত। পার্টির শৃঙ্খলা যথাযথ ভাবে মেনে চলব এবং আদেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করব। বাংলাদেশ ও পার্টির স্বার্থ বিরোধী কোন কার্যকলাপ করব না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং দেশ সেবার মহান উদ্দেশ্যে সুস্থ ও সজ্ঞানে স্বতস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টিতে যোগদান করলাম।

স্থানীয় দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর স্বাক্ষর... ... ...
তারিখ ... তারিখ ... ...

তফসীল -২

'ক'

গ্রান্ড লিডার/ প্রেসিডেন্ট/ সেক্রেটারী জেনারেল

এর

শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ... ...

পিতা /স্বামী ... ... দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে শপথ করছি যে, বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা আমি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করব। আমার মেধা ও শ্রম সংগঠনের স্বার্থে ও কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে। বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির মূলনীতি, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের সংরক্ষণ ও বস্তবায়নে সধ্যানুযায়ী চেষ্টা করব। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ ও বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির সম্মান সমুন্নত করতে একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে আমি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আমার সহকর্মী, অধঃস্তন দায়িত্বশীল ও সকল স্তরের সদস্যদের ব্যাপারে একজন ন্যায়বান, ধৈর্যশীল ও সুবিবেচক বন্ধু ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করব। মহান আল্লাহ আমাকে অঙ্গীকার পালনের শক্তি দিন।

দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর স্বাক্ষর ... ...

তারিখ ... ... তারিখ ... ...

তফসীল–২

'খ'

জেলা সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক হতে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের

শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ... ...

পিতা /স্বামী ...

দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে শপথ করছি যে বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টি আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে আমি তা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করব। আমার মেধা ও শ্রম

সংগঠনের স্বার্থে ও কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে। কেন্দ্র কিংবা সংগঠনের উর্দ্ধতন দায়িত্বশীলদের প্রদত্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করব। পার্টির প্রচার ও প্রসারে একক ও দলীয়ভাবে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাব এবং পার্টির মূলনীতি, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ করব না। মহান আল্লাহ আমাকে অঙ্গীকার পালনের শক্তি দিন।

দায়িত্বশীলের স্বক্ষর ... ... স্বাক্ষর ...

তারিখ ... ... তারিখ ... ...

তফসীল -৩

প্রধান / সহকারী নির্বাচন পরিচালক

এর

শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ... ...

পিতা/ স্বামী ... ...

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির প্রধান / সহকারী নির্বাচন পরিচালক হিসেবে এই মর্মে শপথ করছি যে, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব শতভাগ নিরপেক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও সুবিবেচনার সাথে পালন করব। বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির স্বার্থে গঠনতন্ত্রের আলোকে সুষ্ঠু নির্বাচনে আমার মেধা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে একটি অর্থবহ নির্বাচন পরিচালনার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাব। আল্লাহ আমাকে এ অঙ্গিকার পালনের শক্তি দিন।

গ্রান্ড লিডার / প্রেসিডেন্ট / সভাপতি স্বাক্ষর ... ...

এর স্বাক্ষর তারিখ ... ...

তারিখ ...

বাংলাদেশ গার্ডিয়ান পার্টির প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত